পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 150 Thursday, 1 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৫০ সংখ্যা ❋ ১৭ বৈশাখ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

উদ্বোধন হল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের

ছবি ও প্রসাদ পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দিঘা, ৩০ এপ্রিলঃ আজ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে দ্বারোদ্ঘাটন হল দিঘার জগন্নাথ মন্দির। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্দিরের উদ্বোধন করেন। সঙ্গে আছেন সাংসদ দেব থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রীরা। আজ বুধবার সকাল থেকেও শুরু হয় যজ্ঞ। বন্ধ দরজার ভিতরে জগন্নাথের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের অন্যতম প্রধান সেবায়েত রাজেশ দ্বৈতাপতির নেতৃত্বে পুরোহিতরা এই কাজ করেন। সঙ্গে ছিলেন ইসকনের কর্মকর্তা তথা দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য রাধারমণ দাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে প্রবেশ করার পর নিজের মনের অনুভূতি তুলে ধরলেন এক্স হ্যান্ডেলে। শুভক্ষণে মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করে দরজা ঠেলে ঢুকলেন মন্দিরের ভিতরে মুখ্যমন্ত্রী। ভিতরে দেখা গেল জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার বিগ্রহ। বিগ্রহের সামনে আরতিও করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্ষয় তৃতীয়ার

মাহেন্দ্রক্ষণে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হল। দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এবার মন্দিরের দরজা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত শিল্পী, পুরোহিতবৃন্দ, সন্ন্যাসী, তারকা এবং স্থানীয় মানুষজনকে ধন্যবাদ জানান। আজ আরতি করার পর এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'চিরকাল লালিত থাকার মতো একটি মুহূর্ত। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত প্রভু জগন্নাথের প্রথম আভাস আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকবে।' এদিন নিয়ম মেনে প্রথমে নিমকাঠের তৈরি জগন্নাথ মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ জগন্নাথের পাথরের বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়। একই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পাথরের মূর্তিতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। রীতি অনুযায়ী প্রথমে ভগবানকে সোনা, রুপো ও তামার তার দিয়ে বেঁধে সেই তারকে প্রধান পুরোহিতের কোমড়ে বাঁধা হয়। এরপর ঘট স্থাপন, কুণ্ড ও অবশেষে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়। রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, পুরীর নিয়ম মেনেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর জগন্নাথের স্নান এবং বস্ত্র পরিধানের প্রক্রিয়া সারা হয়। জগন্নাথের উদ্দেশে নিবেদন করা হয় ৫৬ রকমের ভোগ। দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরে ঢোকার আগে দিলেন সম্প্রীতির বার্তা। তিনি জানালেন, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে জগন্নাথদেবের প্রসাদ ও ছবি। তবে সেটা আগামীদিনে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকে এই দায়িত্ব দেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমি মনে করি, এই মন্দির আগামী হাজার হাজার বছর ধরে তীর্থস্থান এবং পর্যটনস্থল হিসাবে উন্মাদনার প্লাবন তৈরি করবে। এই মন্দির সকলের জন্য। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, সবারে করি আহ্বান। আগামীদিন সবার বাড়িতে ছবি ও প্রসাদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'' এরপর মন্দিরে পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখলেন, 'পবিত্র মূর্তি থেকে নির্গত ঐশ্বরিক তেজে আমার আত্মায় আলোড়ন অনুভব করেছি। আমার আরতি করার এবং আমাদের মা, মাটি, মানুষের উপর বিশ্বজগতের প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করার সৌভাগ্য হল।'

দুই পরীক্ষায় পাশের হারে নজির বাংলার, আইএসসি-তে প্রথম কলকাতার পড়ুয়া সজনী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ বুধবার প্রকাশিত হল আইসিএসই ও আইএসসি ২০২৫ পরীক্ষার ফল। দুই পরীক্ষাতেই নজির গড়ল বাংলার পরীক্ষার্থীরা। পাশের নিরিখে এগিয়ে মেয়েরা। আইএসসি-তে প্রথম কলকাতার মেয়ে সৃজনী। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪০০-তে ৪০০। তার সাফল্যে গর্বিত পরিবার। রিজেন্ট পার্কের ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের পড়ুয়া সৃজনী। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইংরেজি- চারটি বিষয়েই ফুল মার্কস পেয়েছে সে। পরীক্ষায় ভাল ফল করবে, এমনই আশা ছিল সৃজনীর। তবে ৪০০-তে ৪০০ কখনওই ভাবতে পারেনি পড়ুয়া। চলতি বছরের আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষায় বাংলায় পাশের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। তাদের মধ্যে ছাত্রী ও ছাত্রদের পাশের হার যথাক্রমে ৯৯.০৪ এবং ৯৮.৫৩ শতাংশ। আইএসসি বা দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ছেলেদের পাশের হার ৯৮.৫৩ শতাংশ এবং মেয়েদের পাশের হার ৯৮.২০ শতাংশ। দুটি পরীক্ষাতেই বাংলায় ছাত্রদের টেক্কা দিয়েছে ছাত্রীরা। আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফল প্রকাশের পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'যেসকল পরীক্ষার্থীরা পাশ করেছেন তাদের অনেক শুভেচ্ছা। আগামী দিনে তোমাদের সকলের সাফল্য কামনা করি। আজকের এই বিশেষ দিনে সকল পরীক্ষার্থীদের বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষকদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা পরীক্ষায় সফল হতে পারল না, ভেঙে পড়লে চলবে না। তোমাদের উপর পূর্ণ আস্থা আছে। তোমাদের যাত্রাপথে আমার আশীর্বাদ এবং শুভকামনা সর্বদা তোমাদের সকলের সাথে থাকবে।' গত বারের তুলনায় এ বছর ফল প্রকাশ আগেভাগেই হয়ে গেল। চলতি বছরে আইসিএসই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৮৪ জন। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৬৮ জন ছাত্র ও ১ লক্ষ ১৮ হাজার ১১৬ জন ছাত্রী। অন্যদিকে, আইএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্র ৫২ হাজার ৬৯২ এবং ছাত্রী ৪৭ হাজার ৩৭৫ জন।

আজ ১লা মে (শ্রমিক দিবস) উপলক্ষে দুরন্ত বার্তা সকল দফতর বন্ধ থাকবে। তাই আগামীকাল (০২.০৫.২০২৫) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। ৩মে থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে। -সম্পাদক, দুরন্ত বার্তা

এখনও উত্তর মেলেনি বহু প্রশ্নের, সিবিআই-এর থেকে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্তই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাও দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। কিন্তু এখনও এই মামলায় বহু প্রশ্নের উত্তর অধরা। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর থেকে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি আরজি করের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় শিয়ালদহ আদালতে তৃতীয় 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিয়েছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, তাতে নতুন করে ১২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২০০টি ভিডিও ক্লিপের উপরেও নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে, যার কোনও উত্তর সিবিআই দিতে পারেনি। এর আগে আদালতে তিন পাতার 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিয়েছিল সিবিআই। তদন্তকারীরা তখন জানিয়েছিলেন, নতুন ২৪ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। হাসপাতালের আরও কিছু জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নতুন করে তিন জনের কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে বলেও আগের রিপোর্টে জানানো হয়েছিল। কিন্তু মৃতার পরিবার প্রথম থেকেই এই তদন্তে খুশি হতে পারেনি। এখন ঠিক কী কী প্রশ্ন উঠছে? প্রথমত, নির্যাতিতার উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী ঘটনার সময় ছিল ৪টে ৩ মিনিট থেকে ৪টে ৩৮ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে কি ওই আঘাতগুলি করা যায়? দ্বিতীয়ত, সেমিনার রুমের পাশের ঘরের দেওয়াল কেন ভাঙ্গা হয়েছিল, কী তার উদ্দেশ্য ছিল, কার নির্দেশে হয়েছিল, তা জানা হয়নি। হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরই তড়িঘড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল। কী ছিল আসল উদ্দেশ্য? তৃতীয়ত, করিডর এরিয়াতে প্রথম যে রুম ভাঙা হয়েছিল সেখানে দুটি দরজাও ভাঙা ছিল। নিম্ন আদালতের রায় সেটি উল্লেখ রয়েছে। একজন ব্যক্তির ভেতরে প্রবেশ করা ও বেরিয়ে যাওয়া কারও নজরে এল না? চতুর্থত এবং হয়তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, একজনের পক্ষে কি এই কাজ করা সম্ভব? নির্যাতিতা কি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি? সিবিআই চার্জশিটে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেক্ষেত্রে কীভাবে সে এমন কাজ ওইটুকু সময়ে একা করতে পারে? কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির বক্তব্য, নিম্ন আদালতে বিচার চলেছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। ট্রায়াল কোর্টে চার্জ ফ্রেম হয়েছে। একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। চার্জ গঠনের সময় ভাষা কী ছিল তা জানা নেই। তাই পুনরায় তদন্তের জন্য তথ্য দরকার। সে ক্ষেত্রেই সিবিআই-এর থেকে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্যের উচ্চ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৬ মে। আরজি কর-কাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে একেবারে প্রথম থেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিল নির্যাতিতার পরিবার। এই মামলায় প্রথম যে চার্জশিট সিবিআই দেয়, তাতে একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয় রায়কেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই চার্জশিট অনুযায়ী বিচারপ্রক্রিয়া এগোয় এবং কলকাতা পুলিশের ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাঁকে আজীবন কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, এই ঘটনায় একা সঞ্জয় জড়িত নন। বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবি জানান তাঁরা।

জাতিভিত্তিক জনশুমারি হবে এবার থেকে, বড় ঘোষণা কেন্দ্র সরকারের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে জাতিভিত্তিক জনশুমারি। বড় ঘোষণা কেন্দ্রের। রাজনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট বৈঠকের পরই এ দিন এই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ক্যাবিনেট কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আসন্ন জনশুমারিতে জাতি ভিত্তিক শুমারি করা হবে। বিহারে ইতিমধ্যেই জাতিভিত্তিক জনশুমারি হয়েছে। এ দিন জাতি ভিত্তিক জনশুমারির ঘোষণা করার সময় কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলগুলিকে আক্রমণ করে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ''কংগ্রেস সরকার বরাবর জাতি ভিত্তিক জনশুমারিক বিরোধিতা করেছে। ২০১০ সালে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন যে ক্যাবিনেটের জাতি ভিত্তিক জনশুমারি নিয়ে বিবেচনা করা উচিত। মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটিও গঠন করা হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই জাতিভিত্তিক জনশুমারির সুপারিশ করেছিল, তারপরও কংগ্রেস সরকার জাতি ভিত্তিক সমীক্ষা করেছিল।'' তিনি আরও বলেন, ''কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের সদস্যরা জাতি ভিত্তিক জনশুমারিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিছু রাজ্য এই সমীক্ষা করেছে শুধুমাত্র কোনও জনজাতির সংখ্যা জানতে। কিছু রাজ্য ভাল কাজ করেছে, কেউ আবার রাজনৈতিক স্বার্থে করেছে।'' প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক বছর ধরেই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল জাতিভিত্তিক জনশুমারির দাবি জানাচ্ছিল। চলতি বছরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিহারে নীতীশ কুমারের সরকার জাতি ভিত্তিক জনশুমারি করেছিল। তবে তখন বিহারে জেডিইউ, আরজেডি ও কংগ্রেসের জোট সরকার ছিল। ওই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, রাজ্যের ৩৬ শতাংশ জনগণ প্রান্তিক শ্রেণির, ২৭.১ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণির, ১৯.৭ শতাংশ জনজাতি ও ১.৭ শতাংশ উপজাতির নাগরিক।

'রাতভর নজর রেখেছি', বড়বাজারে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুমিছিল নিয়ে মুখ খুললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুঃখপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা, যাঁরা আহত, তাঁরা দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।' জগন্নাথ মন্দির দ্বারোদঘাটনের জন্য দিঘায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাতভর তিনি সেখান থেকেই এই বিষয়টির ওপর নজর রেখেছিলেন বলে জানান। রাতভর তিনি প্রশাসন ও দমকল আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন বলে এক্স হ্যান্ডেলে জানান। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেছুয়াবাজারের হোটেলের আগুনে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলটির ৪২টি ঘরে ৮৮ জন ছিলেন। বুধবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখলেন, 'আমি উদ্ধারকাজ মনিটর করেছি। গোটা রাত উদ্ধারকাজ চলেছে। দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় এতটা ভয়াবহতা। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এরপরই আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেন তিনি। জানিয়েছেন, মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। আহতদের পরিবার পিছু দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। এদিন পুলিশ, দমকল, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। লিখেছেন, 'পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতায় ৯৯ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে।' উল্লেখ্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বড়বাজারের বুকে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুমিছিল! অগ্নিকাণ্ডে হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কিছু গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসছে। বন্ধই ছিল হোটেলের এমার্জেন্সি দরজা। এমার্জেন্সির দরজার পিছনে ডাঁই করে রাখা ছিল নির্মাণ সামগ্রী। আগুন লাগার পর পালিয়ে বাঁচার কোনও সুযোগেই পাননি আবাসিকরা। মেছুয়ার হোটেলে ইটের গাতনি দেওয়া অংশে ছিল রেস্তোরাঁ। সেই রেস্তোরাঁকে তিন মাস আগে পানশালায় রূপান্তরিত করা হয়। আবগারি দফতর কিংবা কলকাতা পৌরসভার এক্ষেত্রে যে ধরনের অনুমতি প্রয়োজন, তা নেওয়া হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, আশেপাশে স্কুল-মন্দির রয়েছে, সেখানে কীভাবে পানশালা তৈরি হয়? আর সেই পানশালা তৈরি করতেই নির্মাণ সামগ্রী রেখে দেওয়া হয়েছিল এমার্জেন্সি গেটের সামনেই। তাতেই বেরোতে পারেননি আবাসিকরা। হোটেলে আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজাও। ফিরহাদ জানান, মুখ্যমন্ত্রী দিঘা থেকে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন। এদিকে, ঘটনার তদন্তে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ। আগুন লাগার পর থেকে হোটেল মালিক পলাতক বলে জানা গিয়েছে। কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দ্রুত এবং মানবিক পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India
ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ
অভ্যন্তরীণ জল পরিবহনের
ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করুন
জলযান এবং নাবিক পোর্টালের মাধ্যমে

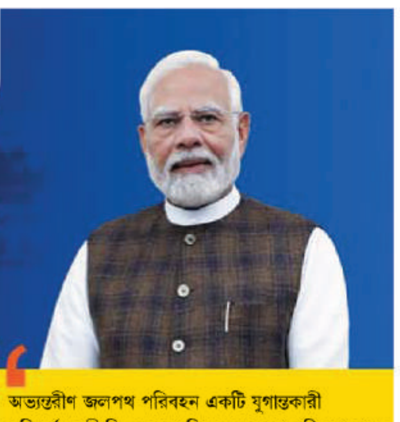

"অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনকারী হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে এবং পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবেও আবির্ভূত হচ্ছে।''
-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ সমস্ত রাজ্য মনোনীত কর্তৃপক্ষ, জাহাজ মালিক এবং ক্রুদের জলযান এবং নাভিক পোর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে

অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিবন্ধন, সমীক্ষা ও সার্টিফিকেশন এবং ক্রু সার্টিফিকেশনের জন্য আপনার যা কিছু প্রয়োজন - এখন অনলাইনে

জলযান এবং নাবিক-এর ভবিষ্যত
ব্যবহারকারী নিবন্ধন । জাহাজের নিবন্ধন । জাহাজের সমীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন
ক্রু প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন । প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অনুমোদন । CoC যাচাইকরণ
দুর্যোগ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা । অভ্যর্থনা সুবিধা এবং এর তথ্য

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকুন ● ডিজিটাল ভারত ● সংযুক্ত থাকুন
সকল সামুদ্রিক অংশীদারদের অভ্যন্তরীণ জাহাজ আইন ২০২১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মের অধীনে কেন্দ্রীয় ডাটাবেস পোর্টাল 'জলযান ও নাবিক'-এর মাধ্যমে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মের আহ্বান
- মেরিটাইম বোর্ড এবং আইডব্লিউটি বিভাগ
- জাহাজের মালিক ও অপারেটর / জাহাজ নির্মাতা
- ক্রু সদস্য
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

কেন এই স্থান পরিবর্তন করবেন?

এক জাতি, এক ব্যবস্থা
একটি একক, কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অধীনে একীভূত নিবন্ধন, সার্টিফিকেশন, পরিদর্শন এবং সম্মতি।

ব্যবসা করার সহজতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা
• সরলীকৃত সার্টিফিকেশন এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া
• দ্রুত অনুমোদন, নবায়ন এবং পরিদর্শন
জাহাজের রেকর্ড, ক্রু সার্টিফিকেশন, ফিটনেস চেক এবং লাইসেন্সিং তথ্যের রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস।

উন্নত নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা
জাহাজ এবং ক্রুদের জন্য ডিজিটাল রেকর্ড সুরক্ষিত করুন। জাহাজ ট্র্যাক করুন ইতিহাস, প্রশিক্ষণের শংসাপত্র এবং ঘটনার লগ নির্বিঘ্নে।

পরিবেশগত ও নিয়ন্ত্রক সম্মতি
অভ্যন্তরীণ জাহাজের অধীনে সর্বশেষ মানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ এবং সবুজ নৌচলাচলের জন্য আইন, ২০২১।

CBC 37211/15/0002/2526

দেখুনঃ https://navic.iwai.gov.in | যোগাযোগঃ vpandey@iwai.gov.in, sanjayvarma@isai.gov.in
ইস্যুকারীঃ ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষ, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে

অক্ষয়তৃতীয়ায় খুলছে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী

হরিদ্বার, ৩০ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে শুরু হতে চলেছে এই বছরের চারধাম যাত্রা। পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা।উল্লেখ্য, এই উপলক্ষে উত্তরাখন্ডের উত্তরকাশী জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবির, তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। চিকিৎসক দলের পাশাপাশি থাকছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। মঙ্গলবার থেকেই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে চারধাম যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হন পুণ্যার্থীদের প্রথম দল।অক্ষয় তৃতীয়ার পবিত্র দিনে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার পর ২ উন্মুক্ত হবে কেদারনাথ ধাম ও ৪ মে বদ্রীনাথ ধাম মন্দিরের দরজা। সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দিরগুলি।

কলকাতায় অগ্নিকান্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩০এপ্রিল ঃকলকাতার বড়বাজারের মেছুয়া ফলপট্টির একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু ও মহিলাও আছে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, কলকাতার একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির খবর খুবই উদ্বেগজনক ও বেদনাদায়ক। শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের আরোগ্য কামনা করছি। অন্যদিকে কলকাতার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতায় অগ্নিকান্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি মর্মাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা হবে। অন্যদিকে কলকাতার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের অর্থাৎ প্রিয়জনদের যারা হারিয়েছেন তাদের সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

২ হাজার ৭০৭ কোটিরও বেশি আধার যাচাইয়ের কাজ হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ ২০২৪-২৫ এ ২ হাজার ৭০৭ কোটিরও বেশি আধার যাচাইয়ের কাজ হয়েছে। শুধুমাত্র মার্চ মাসেই ২৪৭ কোটি আধার যাচাই হয়েছে। ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারে আধার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাঙ্ক, টেলিযোগাযোগ এবং সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এখনও পর্যন্ত ১৪ হাজার ৮০০-রও বেশি আধার যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইউআইডিএআই - এর মুখাবয়ব যাচাই ব্যবস্থাপনার আওতায় আসছেন আরও বেশি মানুষ। মার্চ মাসে ১৫ কোটিরও বেশি আধার যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই প্রণালী ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১০০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান মুখাবয়ব-ভিত্তিক আধার যাচাই ব্যবস্থাপনা কাজে লাগাচ্ছে। জনপ্রশাসনে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিতে ২১ এপ্রিল ইউআইডিএআই'কে প্রাইম মিনিস্টার্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। আধার - ই-কেওয়াইসি পরিষেবা গ্রাহকদের সুবিধা করে দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ' অফ ডুয়িং বিজনেস' - এর বিষয়টিও জোরদার করছে। এ বছর মার্চ মাসে ই-কেওয়াইসি প্রণালী ব্যবহার করেছেন ৪৪.৬৩ কোটিরও বেশি মানুষ। ৩১ মার্চ পর্যন্ত ই-কেওয়াইসি ব্যবস্থাপনার আওতায় সুবিধা নিয়েছেন ৪৪.৬৩ কোটি মানুষ। ঐ মাসেই ২০ লক্ষ নতুন আধার নম্বরের সূচনা হয়েছে এবং ১.৯১ কোটি আধার পুনর্মাজিত হয়েছে।

পদ্ম পুরস্কার প্রদান

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু নাগরিক সম্মাননা সমারোহের প্রথম পর্বে ২০২৫ সালের পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রমুখ।

যুগ্ম উদ্ভাবনা কনক্লেভে ভাষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩০এপ্রিল ঃ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আজ যুগ্ম উদ্ভাবনা কনক্লেভে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত এই আলোচনায় সরকারি এবং শিক্ষা ও গবেষণা জগতের প্রতিনিধিদের উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারতের উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগকে এই সম্মেলন আরও জোরদার করবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদী। তিনি আইআইটি কানপুর এবং আইআইটি বম্বেতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈব প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় একাধিক কেন্দ্রের উদ্বোধনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের প্রসারে জাতীয় গবেষণা সঙ্গে ওয়াধওয়ানি ইনোভেশন নেটওয়ার্কের সমঝোতার বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেন তিনি। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রয়াসে শ্রী রমেশ ওয়াধওয়ানির ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।নিঃস্বার্থ সেবা জীবনের প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয়- এই মর্মে বিভিন্ন সংস্কৃত লেখনের উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেও সেবার কাজে করতে হবে। এই মূল্যবোধকে পাথেয় করে বিভিন্ন প্রতিকূলতা পেরিয়েও শ্রী রমেশ ওয়াধওয়ানি যেভাবে কাজ করে চলেছেন, তা এক দৃষ্টান্ত বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।তিনি আরও বলেন, যেকোন দেশে ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি হল তরুণ প্রজন্ম। একবিংশ শতকের চাহিদা পূরণে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথার্থভাবে আধুনিক করে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে নতুন জাতীয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী আবারও মনে করিয়ে দেন। পিএম ই-বিদ্যা এবং দীক্ষা মঞ্চের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ' দেশ, এক ডিজিটাল শিক্ষা পরিকাঠামো'-র সুবাদে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের ৩০টি ভারতীয় এবং ৭টি বিদেশী ভাষায় অনুবাদ এক্ষেত্রে বড় এক পদক্ষেপ বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। তিনি বলেন, গবেষণা খাতে ব্যয় ২০১৩-১৪-র ৬০,০০০ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকা। ৬০০০ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়েছে গবেষণা কেন্দ্র। ভারতে উদ্ভাবনা পরিমণ্ডলের দ্রুত প্রসারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪-য় যেখানে মেধাস্বত্ব আবেদনের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০ তা এখন দাঁড়িয়েছে ৮০,০০০-এ। এক দেশ, এক সদস্যতা কর্মসূচির আওতায় গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে ৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে করা হয়েছে জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এরফলে গবেষকরা খুব সহজেই বিশ্বমানের বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকার নাগাল পেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী গবেষণা ফেলোশিপের সুবিধা পাচ্ছেন প্রতিভাবান গবেষকরা।নরেঃদ্র মোদী বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম শুধুমাত্র গবেষণামুখী নয়, নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে সদা প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় রেলের সঙ্গে সহযোগিতায় আইআইটি ম্যাড্রাসে তৈরি হওয়া মিটারের হাইপার লুপ, আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরে ন্যানো প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ইত্যাদির উল্লেখ করেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতে তৈরি হওয়া প্রথম এমআরআই যন্ত্রের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। তিনি আরও বলেন, উকর্ষমানের নিরিখে সারা বিশ্বের প্রথম ২০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯০টি জায়গা দখল করে নিয়েছে ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়। কিউএস বিশ্ব ২০১৪-য় ভারতের মাত্র ৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জায়গা পেয়েছিল- ২০২৫-এ পেয়েছে ৪৬টি। ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হচ্ছে ভিন দেশেও। আবার সারা বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শাখা খুলছে ভারতে।প্রতিভা, মানসিকতা এবং প্রযুক্তি- এই ত্রয়ীর মেলবন্ধন ভারতের ভবিষ্য গড়ে দেবে বলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যয়ী। কচিকাঁচাদের মধ্যে উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের প্রসারে হওয়া অটল টিঙ্কারিং ল্যাব কর্মসূচির কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী।আগামী ২৫ বছরের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলায় সরকারের দায়বদ্ধতার কথা আবারও জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষাগারে গবেষণায় লব্ধ ফলকে খুব দ্রুত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানোর উপযোগী করে তোলা দরকার। উপযুক্ত গবেষণা পরিমণ্ডল তৈরি করায় শিক্ষা, শিল্প ও বিনিয়োগ জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তিনি আবারও মনে করিয়ে দেন। এই ধরনের উদ্যোগকে উসাহিত করতে সরকার নিয়মবিধির সরলীকরণ সহ সব ধরনের সহায়তায় প্রস্তুত- ফের জানান প্রধানমন্ত্রী।

ওয়েভস অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় ৪২টি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে

মুম্বাই, ৩০ এপ্রিল ঃ ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট- ওয়েভস ২০২৫-এর ' ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ' এর প্রথম পর্বে ৪২টি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রকে বাছাই করা হয়েছে। অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে এগুলি প্রদর্শিত হবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে ড্যান্সিং অ্যাটমস স্টুডিও যৌথভাবে জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য সৃজনশীল প্রতিভাদের সঙ্গে সমমনা ব্যক্তিত্ব, প্রযোজক, পরিবেশক এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা। প্রচলিত অ্যানিমেশন ছবি, ভিএফএক্স, অগমেনটেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে প্রকল্পগুলি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, গত ৯ মাস ধরে সেগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখান থেকে সেরা ৪২টি প্রকল্পকে বাছাই করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১২টি কাহিনীচিত্র, ১৮টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, ৯টি অ্যানিমেশন, টিভি সিরিজ এবং ৩টি অগমেনটেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রকল্প। বাছাই করা ৪২টি চলচ্চিত্রই সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। যে ১৮টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করা হয়েছে, সেগুলি হল, ১) শ্রেয়া সচদেবের ' ২) শ্রীকান্ত এস মেননের ' ৩) প্রশান্ত কুমার নাগাদাসির ' ফ্রেন্ডস' ৪) শ্বেতা সুভাষ মারাঠের ' শেম' ৫) অনিকা রাজেশের ' ৬) মার্তন্ড আনন্দ উগালমুগলের ' ৭) কিরুথিকা রামাসুব্রামাণিয়ান-এর ' ড্রিমস ড্রিম' ৮) হরিশ নারায়ণ আয়ারের ' ৯) ত্রিপর্ণা মাইতির ' চেয়ার' ১০) অরুন্ধতী সরকারের ' ক্লোজ ইয়েট সো ফার' ১১)গদম জগদীশ প্রসাদ যাদবের ' অফ ডার্কনেস' ১২) ভেট্রিভেল-এর ' লাস্ট ট্রেজার' ১৩) গার্গি গউথের ' ১৪) শ্রেয়া বিনায়ক পোরে-র ' ১৫) হর্ষিতা দাসের ' ১৬) সান্দ্রা ম্যারির ' ১৭) রিচা ভুটানির ' ১৮) হীরক জ্যোতি নাথের ' ফ্রম দ্য টি হাউজ'যে ১২টি অ্যানিমেশন কাহিনীচিত্র প্রদর্শনীতে চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি হল, ১) ক্যাথেরিনা ডায়ান বীরাস্বাতী এস-এর ' ২) শুভম তোমারের ' ৩) শ্রীকান্ত ভোগির ' ৪) অনির্বাণ মজুমদারের ' ওউর বান্নো আ ফ্রেন্ডশিপ সাগা' ৫) নন্দন বালাকৃষ্ণন-এর ' ড্রিম বেলুন' ৬)জ্যাকলিন সি চিং-এর ' অ্যাণ্ড দ্য ট্রোলস' ৭) রোহিত শঙ্খালা-র ' দ্য লস্ট সিটি অফ শ্রীকৃষ্ণ' ৮) ভগত সিং সাইনির ' ওম্যান' ৯) অভিজিত সাকসেনার ' ১০) ভামসি বানদারুর ' ক্রোনিক্যালস-সার্চ ফর দ্য লস্ট লাইট' ১১) পীযুষ কুমারের ' পোগ্রামিং...দ্য আনলিশড ওয়ারস অফ এআই' ১২) খামবোর বাতেই-এর ' খাসি ফোকলোর রিইমাজিন্ড' চূড়ান্ত পর্বে যে ৯টি অ্যানিমেশন টিভি সিরিজ স্থান পেয়েছে সেগুলি হল, ১) জ্যোতি কল্যাণ সুরার ' অ্যান্ড জিলাল' ২) তুহিন চন্দ'র ' সাইলেন্স বিহাইন্ড লজ' ৩)কিশোর কুমার কেদারির ' অফ দ্য ডেকানঃ দ্য লিজেন্ড অফ মালিক অম্বর' ৪)ভাগ্যশ্রী সতপথির ' ৫) ঋষভ মোহান্তির ' ৬) সুকঙ্কন রায়ের ' অফ জয়' ৭) আত্রেয়ী পোদ্দার, সঙ্গীতা পোদ্দার এবং বিমল পোদ্দারের ' কাকা' ৮) প্রসেনজিত সিংহের ' কোয়ায়েট ক্যাওস' ৯) সেগুণ সামসন এবং ওমোতুন্ডে আকিওদের 'অগমেনটেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির যে তিনটি প্রকল্প চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করা হয়েছে সেগুলি হল, ১) সু ন্দর মহালিঙ্গম-এর ' আনসিল্ড ফেট' ২) অনুজ কুমার চৌধুরির ' ৩) ঈশা চান্দনার ' এফেক্ট অফ সাবট্যান্স অ্যাবিউজ অন হিউম্যান বডি'ড্যান্সিং অ্যাটম স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সরস্বতী বুয়ালা জানান, একটি সৃজনশীল মঞ্চে ৪২ রকমের এধরনের প্রকল্প এই প্রথম একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম এবং বিনোদন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ওয়েভস উপদেষ্টা পর্ষদ এই প্রকল্পগুলির যথাযথ মূল্যায়ণ করবে। ২০২৪ সালের হিসেব অনুসারে আন্তর্জাতিক স্তরে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। অনলাইন স্ট্রিমিং এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র থেকে প্রায় ২০০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। ২০৩২ সালের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু সম্বলিত অ্যানিমেশন ছবির থেকে প্রায় ৭০০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওয়েভস ২০২৫-এ অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র পরিচালকদের চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে জানতে হলে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন।

ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালামের ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ

নয়া দিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ ভারতের জাতীয় সংরক্ষণাগার (এনএআই) হল ভারত সরকারের অতীতের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের তত্ত্বাবধায়ক। ১৯৯৩ সালে পাবলিক রেকর্ডস আইন অনুসারে প্রশাসক ও গবেষকদের ব্যবহারের জন্য এগুলি সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি শীর্ষস্থানীয় সংরক্ষণাগার হিসেবে ভারতের জাতীয় সংরক্ষণাগার দেশে সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও এনএআই সমাজের সকল স্তরের বিশিষ্ট ভারতীয় যাঁরা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত নথি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে। এরই অঙ্গ হিসেবে ভারতের জাতীয় সংরক্ষণাগার আজ প্রয়াত ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালামের ব্যক্তিগত নথি সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আসল চিঠিপত্র, পাসপোর্ট, আধারকার্ড, প্যানকার্ড, ট্যুর রিপোর্ট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থায় দেওয়া ড. কালামের বক্তৃতা। এই সংগ্রহে বেশ কিছু ছবিও রয়েছে। ড. কালামের নিকট আত্মীয় ড. এপিজেএম নাজেমা মারাইকায়ার এবং এপিজেএমজে শেখ সেলিম এই নথিগুলি এনএআই-কে দান করেছেন। এনএআই-এর মহানির্দেশক শ্রী অরুণ সিঙ্ঘল এ বিষয়ে ড. এপিজেএম নাজেমা মারাইকায়ার-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে ড. কালামের একাধিক নিকট আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের মিসাইল ম্যান নামে পরিচিত ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালাম (১৯৩১-২০১৫) একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ভারতের ১১দশতম রাষ্ট্রপতি (২০০২-২০০৭) ছিলেন। ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ড. কালামের ব। হয়ে ওঠার পাথেয় ছিল কঠোর পরিশ্রম এবং জেদ। পদার্থ বিদ্যা ও মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচীতে যোগদান করেন। ১৯৯৮ সালে পোখরানক্র পারমাণবিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ডিআরডিও এবং ইসরোর মতো সংস্থাতেও কাজ করেছেন তিনি। ভারতের প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। একাধিক সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি ড. কালাম ভারতের যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি ' অফ ফায়ার', ' মাইন্ডস' এবং ' ২০২০'-র মতো বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। ' রাষ্ট্রপতি' হিসেবে পরিচিত ড. কালাম রাষ্ট্রপতিত্বের পর তরুণদের শিক্ষা ও পরামর্শ দানের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই তিনি প্রয়াত হন।

ভারতের উদ্ভাবনা পরিমণ্ডলে বেসরকারি লগ্নিতে গতি আনতে যুগ্ম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ মোদী ২৯ এপ্রিল বেলা ১১টা নাগাদ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম - এ যুগ্ম সম্মেলনে যোগ দেন। শব্দটির সংস্কৃত অর্থ ' সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন, শিক্ষা জগৎ, শিল্প মহল এবং উদ্ভাবনা পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিরা। নতুন চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রের প্রসারে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশনের মধ্যে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার যৌথ উদ্যোগ এই বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এই সম্মেলনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সূচনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে - আইআইটি কানপুরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি কেন্দ্র এবং আইআইটি বম্বে'তে জৈব বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও ওষুধপত্র সংক্রান্ত বিকাশ কেন্দ্র। এছাড়াও, বিভিন্ন শীর্ষ স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা হয় ওয়াধওয়ানি ইনোভেশন নেটওয়ার্ক। এর লক্ষ্য গবেষণার বিষয়টিতে বাণিজ্যিক উদ্যোগকে জোরদার করা। অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ ভিত্তিতে উন্নতমানের অনুবাদ প্রকল্পের সূচনাও এর অন্যতম লক্ষ্য। এই সমারোহে উচ্চ স্তরীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং আলোচনায় অংশ নেন সরকারি আধিকারিক এবং শিল্প ও শিক্ষা জগতের প্রতিনিধিরা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত স্টার্টআপ-গুলির নানা কর্মকান্ড তুলে ধরা হয় এখানে। গবেষণা ও উদ্ভাবনা ক্ষেত্রে শিক্ষা - শিল্প - প্রশাসন অংশীদারিত্বের প্রসার এবং অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মতো উদ্যোগকে জোরদার করা সরকারের অগ্রাধিকার।

দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। মঙ্গলবার প্রথা মেনে পরবর্তী প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আগামী ১৪ মে দেশের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন বিআর গাভাই। ঠিক তার আগের দিন, ১৩ মে অবসর নেবেন শীর্ষ আদালতের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। মঙ্গলবার রাতে কেন্দ্রীয় আইন প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই বিষয়ে জানান।

সীমাচলমের মন্দিরের দেওয়াল ধসে মৃত ৭ ও আহত একাধিক, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ অন্ধ্রপ্রদেশের সীমাচলমের ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শ্রী বরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী মন্দিরের দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল ৭ জনের। আহত একাধিক। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে দেওয়াল ধসে প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ২ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে।উল্লেখ্য, অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে শ্রী বরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী মন্দিরে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছিল চন্দনোৎসব। সেই সময় মন্দিরের ২০ ফুট লম্বা একটা অংশ ভেঙে পড়ে। তাতে মৃত্যু হয় ৭ জনের। আহত একাধিক। আহতদের হাসপাতালে করা হয়। ঘটনাস্থলে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ বলে মনে হয়।

থিম্পুতে ভারত ও ভুটানের মধ্যে ষষ্ঠ যৌথ শুল্ক গোষ্ঠীর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল ঃ ভারত ও ভুটানের মধ্যে ষষ্ঠ যৌথ শুল্ক গোষ্ঠীর বৈঠক ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের কেঃদ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক পর্ষদ (সিবিআইসি)-এর বিশেষ সচিব ও সদস্য শ্রী সুরজি ভুজবল এবং ভুটান সরকারের অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব ও শুল্ক বিভাগের মহাপরিচালক শ্রী সোনম জামশো এই বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করেন। ভারত, ভুটানের শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদার। ভুটানের সামগ্রিক বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশই ভারত নির্ভর। ভারত ও ভুটানের মধ্যে শুল্ক বিষয়ক পর্ষদের যৌথ সভা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। ভারত ও ভুটান সীমান্ত বরাবর ১০টি স্থল শুল্ক কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি ও আসামে ৪টি। ষষ্ঠ যৌথ শুল্ক গোষ্ঠীর বৈঠকে দু'দেশের বাণিজ্য ও সরবরাহ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ইলেক্ট্রনিক কার্গো ট্র্যাকিং সিস্টেমের সাহায্যে পণ্য চলাচল সহ অন্যান্য বিষয় নিয়েও মতবিনিময় হয়। ভুটানের পক্ষ থেকে সিবিআইসি'কে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। শুল্ক সহযোগিতা আরও জোরদার করা, বাণিজ্য সরলীকরণ এবং নিরাপদ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য উভয় দেশই তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব মজবুত করতে বাণিজ্য সচিবের নেদারল্যান্ডস্ সফর

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব মজবুত করতে বাণিজ্য সচিব শ্রী সুশীল কুমার বার্থওয়াল ২৪-২৬ এপ্রিল নেদারল্যান্ডস্ সফর করলেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি ঐ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিও ঘুরে দেখেন তিনি। দু'দেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের প্রসারে জয়েন্ট ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিটি (জেটিআইসি)-র মতো নানা ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য সচিবের নেদারল্যান্ডস্ সফরে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভারতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছেন সেখানকার শিল্পপতিরা। বাণিজ্য সচিব তাঁর সফর শুরু করেন দ্য হেগ - এ নেদারল্যান্ডস্ - এর বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মহানির্দেশক মিশেল সুইয়ার্সের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে। নেদারল্যান্ডস্ - এ ভারতীয় দূতাবাসের আয়োজনে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্ণধারদের বৈঠকেও যোগ দেন বাণিজ্য সচিব। সেখানে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগরোন্নয়ন এবং লজিস্টিকস্ - এর মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর খুঁজে দেখা হয়। ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে ধরেন বাণিজ্য সচিব। ভারতে হস্তশিল্পের প্রসারে ' জেলা, এক পণ্য' কর্মসূচির বিষয়টিও তুলে ধরা হয় সেখানে।

বুধবার থেকে লিটার প্রতি দু' টাকা পর্যন্ত দুধের দাম বাড়ালো মাদার ডেয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ বুধবার থেকে দেশের একাধিক রাজ্যে লিটার প্রতি দু' টাকা পর্যন্ত দুধের দাম বাড়ালো ডেয়ারি। বর্ধিত হার এদিন সকাল থেকে কার্যকর বলে জানা গেছে।সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, বিগত কয়েকমাস যাব দুধের লিটার প্রতি উপাদন খরচ ৪ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপশি গ্রীষ্মের আগমন এবং বর্তমান তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিও উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

সাংবাদিকতা শিক্ষায় ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত আলোচনাসভা আশুতোষ কলেজে

৩০ এপ্রিল ঃ গনজ্ঞাপনে ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আশুতোষ কলেজে ব্রিজিং ট্র্যাডিশনঃইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ইন কনটেম্পরারি মাস কমিউনিকেশন শীর্ষক আলোচনাসভা আয়োজিত হলো মঙ্গলবার। এই আলোচনাসভার উদ্যোক্তা ছিল আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ এবং আই.কিউ.এ.সি। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক গণমাধ্যমের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে. ও বিশ্লেষণ।অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা ও গনজ্ঞাপন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. প্রমিতি রায়। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থা যেমন নীতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন আজকের গণমাধ্যম শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।বক্তব্যের পাশাপশি এদিন ছিল পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব। আশুতোষ অধ্যক্ষ ড. মানস কবি বলেন, এমন আলোচনা শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগ বিস্তৃত করে, ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

তাপপ্রবাহের সতর্কতা রাজস্থানে

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ দু'দিন রাজস্থানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি জানিয়েছে, দু'দিন দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান এবং পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আইএমডি সূত্রে জানা গেছে, সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ১ মে থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের সমভূমিতে হালকা বৃষ্টিপাত ধুলো ঝড় হতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৭বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১মে ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৬ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৪বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

তীব্র দহনজ্বালার মধ্যে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, রবিবার থেকে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ০১ মে এবং উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ঝ।-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।তার আগে শনিবারও অসহ্য গরম সহ্য করতে হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬-২৯ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩০ ও ২ মে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।জোয়ার-সকাল ০৭ টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৬টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৪মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ১৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৪মনিটে।

দীঘায় জগন্নাথধামের দ্বারোদঘাটন, হাওড়ায় এই উপলক্ষে দিনভর কর্মসূচি

হাওড়া, ৩০ এপ্রিল: দীঘায় জগন্নাথধামের দ্বারোদঘাটন, হাওড়ায় এই উপলক্ষে দিনভর কর্মসূচি। কোথাও জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার, কোথাও ভোগ বিতরণ থেকে শুরু করে পূজা-হোমের আয়োজন। বুধবার অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যতিথিতে দীঘার জগন্নাথধামের দ্বারোদঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীঘার নবনির্মিত মন্দিরে এদিন প্রভু জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। বুধবার দীঘায় জগন্নাথধামের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান এদিন হাওড়াতেও বিভিন্ন জায়গায় সরাসরি সেই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন হাওড়ার শরৎ সদনে ওই অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ওই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়ার জেলাশাসক ড পি দীপাপপ্রিয়া, পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, গৌতম চৌধুরী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, দেবাংশু দাস সহ অন্যান্যরা। এই উপলক্ষে এদিন শহরের

বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন হাওড়ার ৫০নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বালিটিকুরি গলির মুখে দলের প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর ত্রিলোকেশ মন্ডল জানান, দীঘার নবনির্মিত মন্দিরে প্রভু জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দলের কার্যালয়ে সকালে সত্যনারায়ণ পুজো এবং হোমের আয়োজন করা হয়। দুপুরে অন্নভোগের অনুষ্ঠান হয়। বিকেলে প্রায় ২ হাজার মানুষকে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। এদিন হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে এলইডি টিভির মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয় ইছাপুর মোড়ে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের হাতে এদিন জিলিপি বিতরণ করা হয়। মধ্য হাওড়াতেও হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। মধ্য হাওড়ার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে দীঘায় প্রতিষ্ঠিত হল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির। এই উপলক্ষে মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে মন্ত্রী অরূপ রায়ের উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্দিরতলায় এলইডি জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় এই অনুষ্ঠানের।

সুন্দরবনের বেহাল কর্মতীর্থে এখন সমাজ বিরোধীদের আড্ডা, নজর নেই প্রশাসনের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগর, ৩০ এপ্রিল: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশে কর্মতীর্থ নামে একটি করে স্থানীয় যুবকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল দোকান ঘর যেখানে বসে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁরা স্বনির্ভর হতে পারবে। কিন্তু তৈরী হয়ে ব্যবহার দীর্ঘ দিন ধরে না হওয়ায় বর্তমানে বেহাল, বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে কর্মতীর্থ। আর সেই বন্ধ কর্মতীর্থে বিকেলে বসে মদ, জুয়ার আসর, এমনই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের আর এই চিত্র সুন্দরবনের রায়দিঘির নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই কর্মতীর্থ চালুর ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। বিকেলের পরে এটি মদ্যপানের আড্ডা হয়ে উঠেছে।এই জায়গা এখন সমাজবিরোধীদের দখলে চলে গেছে।আর এতে প্রশাসনের কোন ও নজরদারিও নেই।তবে এব্যাপারে রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডঃ অলক জলদাতা বলেন, এই কর্মতীর্থে দোকান চালু করার জন্য বারংবার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে বসা হয়েছে। কিন্তু তারা কয়েকদিন আসার পরে আর আসেননি। আর মদ-জুয়ার আসর বসলে পুলিসকে বলা হবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। নন্দকুমারপুরে এই কর্মতীর্থে উপর ও নিচে মিলিয়ে আনুমানিক ৫০টির বেশি দোকান আছে। তার অধিকাংশই এখন ভগ্ন অবস্থায় পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার ফলে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে এই কর্মতীর্থ। স্থানীয় বাসিন্দারা এ ও বলেন, এলাকার দোকানদাররা এতে বসতে চান না। কারণ, রায়দিঘি কাছারি মোড় সংলগ্ন রায়দিঘি বাজার থেকে অনেক দূরে এই কর্মতীর্থ।সেই বাজার থেকে মালপত্র কিনে এনে তবেই বসতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন কর্মতীর্থ চালু করার ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। এই কর্মতীর্থে ভিড় করে মদ-জুয়ার আড্ডা বসায়।এই ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও কাজ হয়নি।তবে এটি সংস্কার করে দ্রুত কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক।

দীর্ঘ ৪০ বছর পর জয়নগরে খাল সংস্কারের কাজ শুরু হলো

জয়নগর, ৩০ এপ্রিল: দীর্ঘ ৪০ বছর পরে জয়নগরের শুরু হলো জলনিকাশী খালের সংস্কারের কাজ দুর্বার জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর শসা পাড়ায় এই কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আফিয়া বিবি লস্কর, উপপ্রধান সাহারুল্লা গাজী, প্রধান প্রতিনিধি শামসুল লস্কর, জেলা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ ব্যানার্জী, যুব সভাপতি রুপম লস্কর,জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছাত্তার খান সহ উত্তর দূর্গাপুরপঞ্চায়েতের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য,তৃনমূল নেতৃত্ব সহ সাধারণ মানুষ। এই খালের সংস্কার দীর্ঘ দিন ধরে না হওয়ায় জলের অভাবে চাষাবাস বন্ধ হয়ে গেছিল।

জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই খাল সহ জয়নগর বিধানসভা এলাকার একাধিক খাল সংস্কারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলেন। আর তার পরে রাজ্য সরকারের তরফে সরকারি ভাবে এই খাল সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়।

আর সেই মতো এই খাল সংস্কারের কাজ শুরু হলো।আর এই এলাকার খাল সংস্কারে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উপকৃত হবে প্রায় দশ হাজার চাষি।প্রায় ৫ - ৭ কিমি খাল আগামী এক মাস ধরে সংস্কার হবে মেশিনের সাহায্য।এই পঞ্চায়েতের বিলপাড়া, কানেয়া থেকে শশাপাড়া হয়ে গোলাবাটি, ফতেপুর,তাজপুর থেকে আলিপুর পর্যন্ত দীর্ঘ খালের সংস্কার হবে।আর এই কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার চাষিরা সহ সাধারণ মানুষ।

ভোরবেলায় মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল: মা ফ্লাইওভার মোড়া সিসিটিভি ক্যামেরায়। ২৪ ঘণ্টা অতন্দ্র প্রহরায় থাকেন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। তার পরেও কলকাতার মা ফ্লাইওভারে মৃত্যু যেন থামছেই না। বিশেষ করে ভোরবেলা এই ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা যেন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুধবার সকাও তেমনই একটি মৃত্যুর সাক্ষী রইলেন ওই ফ্লাইওভার দিয়ে যাতায়াতকারীরা। বাইক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে বাঁচানো যেত।

জানা গিয়েছে, সায়েন্স সিটি মুখি লেনে হেলমেট ছাড়া দ্রুতবেগে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। ঘাড়ে মোবাইল ফোন চেপে ধরে কথা বলছিলেন কারও সঙ্গে। তখনই উড়ালপুলের ওপরে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারান তিনি। মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন রাস্তায়। তার জেরে মাথা গুরুতর আঘাত পান তিনি। এর পর প্রায় ৪০ মিনিট আহত অবস্থায় উড়ালপুলের ওপর পড়ে ছিলেন ওই বাইকআরোহী। তার পর পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে। ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সাত সকালে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা। তবে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো বাঁচানো যেত। এই ঘটনায় মা উড়ালপুলে যান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাতে মা উড়ালপুল বন্ধ থাকে। সকালে শুরু হয় যান চলাচল। ভোরে সেভাবে গাড়ি না থাকায় মোটরসাইকেল আরোহী হেলমেট ছাড়া উড়ালপুলে উঠে পড়লেন। কেন ৪০ মিনিট রাস্তায় পড়ে রইলেন তিনি? কেন সকালে মা উড়ালপুরে নজরদারির ঘাটতি হচ্ছে, এই প্রশ্নই উঠে আসছে।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ ব্যাখ্যা দমকলের ডিজির

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল: বড়বাজারের হোটেলে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে বলতে গিয়ে এই কথাই খোলসা করলেন দমকল বিভাগের ডি জি রনবীর কুমার। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, দুর্ঘটনার সময়ে কোনও ফায়ার অ্যালার্ম বাজেনি। অকেজো ছিল আগুন নেভানোর যন্ত্র।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল বড়বাজারের মেছুয়াবাজারের একটি হোটেল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী অনুযায়ী মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। ঘটনার পর থেকেই পলাতক হোটেল মালিক।

প্রথম থেকেই অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ও মালিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কী থেকে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, তা

নিয়েও কানাঘুষো চলছিল। আগুন আয়ত্তে আসার পর রনবীর কুমার জানালেন ঠিক কী ঘটেছিল।

তাঁর কথায়, একতলা থেকে আগুন লাগে। প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত তা ছড়াতে শুরু করে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা হোটেল। ফায়ার অ্যালার্ম কাজ করেনি। ২০২২ সালের পর ফায়ার লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ হয়নি।

এই ঘটনায় উঠে এসেছে আরও একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, ওই হোটেলে বেআইনিভাবে চলছিল পানশালা। গত কয়েকমাস ধরে ছয়তলা বাদে হোটেলের অধিকাংশ উন্মুক্ত জায়গা ইট ও সিমেন্ট দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। পুরোপুরি বদ্ধ করে ফেলা হয় হোটেল।

সেই কারণেই ধোঁয়া কোনওমতেই বাইরে বের হতে পারেনি বলে খবর। এখানেই শেষ নয়, ১৯৯৩ সালে তৈরি এই হোটেলের ছাদে সম্প্রতি বেআইনিভাবে আটটি ঘর তৈরি করা হয়েছিল বলে খবর।

টাকী পৌর এলাকায় বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবে পরিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

সৌরভ দাশ

টাকী, ৩০ এপ্রিল: ইছামতী পার্শ্বস্থ টাকী পৌরএলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড মূলত হাসনাবাদ সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। পৌরসভার তরফে জায়গায় জায়গায় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় পৌর প্রশাসন স্তরে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, চাই বড়ো কোন প্রোজেক্ট, তাই বারংবার দরবার করে আসছিলো টাকী - হাসনাবাদের মানুষ। তবে ফল প্রায় অধরাই ছিলো। ভোট আসে ভোট যায়, হাসনাবাদের মানুষ প্রতিশ্রুতিও পায়, তবে ভোট বৈতরনী পার হওয়ার পর পানীয় জলের সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যায়। গত বিধানসভা ও তৎপরবর্তী পৌর ভোটে র পুর্বে হাসনাবাদে ভোট প্রচারে এসে স্থানীয় মানুষদের পানীয় জলের সমস্যা শুনে,সমাধানের আশ্বাস দেন তৎকালীন তৃণমূল প্রার্থী ডা সপ্তর্ষি ব্যানার্জী। বিধানসভা জয়ের পর পৌরভোটেও জয়লাভ করার পর, মুখ ফিরিয়ে নেননি ডা সপ্তর্ষি।

বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব ভার নেওয়ার পর থেকেই টাকী পৌরসভা এলাকার মূলত হাসনাবাদের পানীয়

জল সঙ্কট মেটাতে উদ্যোগী হন তিনি।পাশাপাশি জল সঙ্কট মেটাতে তৎপর হয় টাকীর নতুন পৌরবোর্ড ও। টাকী পৌরসভা পদাধিকারীদের প্রচেষ্টায় বসিরহাটের বিধায়কের সহযোগিতায় এলাকায় বাড়ি বাড়ি আর্সেনিক মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রাজ্য সরকার। কাজের টেন্ডার পক্রিয়াও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।বুধবার সেই প্রকল্পের ই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডা সপ্তর্ষি ব্যানার্জী। বিধয়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধক্ষ্য শাহানুর মন্ডল, টাকী পৌরসভার পৌর প্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, উপ পৌরপ্রধান ফারুক গাজী,কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাশ,সীমা মুখার্জী,নমিতা দে,আলপনা বিশ্বাস, নোরঞ্জন পাত্র প্রমুখ।বিধায়ক ও টাকী পৌর বোর্ডের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। হাসনাবাদের এক বাসিন্দার কথায়, পানীয় জলের এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। সমস্যা সমাধানে আশ্বাস আগেও মিলেছে তবে কাজ হয়নি। অবশেষে কাজ শুরু হওয়ায় তারা খুশি। বিধায়কের পাশাপাশি নতুন পৌরবোর্ডের উপ পৌরপ্রধান ফারুক গাজী ও প্রদ্যুৎ দাশের প্রচেষ্টার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পাশাপাশি, জল প্রকল্প কে বাস্তবায়িত করতে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান বিধায়ক।

হাই কোর্টে মতুয়া মহা সংঘ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল: এবার ভুয়ো এস সি সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল মতুয়া মহাসংঘ। বুধবার এই বিষয়ে হাই কোর্টের নোটিশ গিয়েছে বনগাঁর এসডিও-র কাছে।

'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘে'র বনগাঁ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ভুয়ো এস সি কার্ড নিয়ে অনেক আগে থেকেই সরব হয়েছিল। সাম্প্রতিক এস পি কমিশনের নির্দেশে মতুয়া মহাসংঘের অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এসসি কার্ড নিয়ে তদন্ত করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ডিএম ও এসডিও-কে।

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের বনগাঁ মহাকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এসসি কমিশনের নির্দেশ না মানার অভিযোগ তোলা হয় এসডিও-র বিরুদ্ধে । ২৫ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ মহাকুমা কমিটির পক্ষ থেকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

হাইকোর্টের নোটিস বুধবার জমা দেওয়া হয় বনগাঁ মহকুমা শাসকের দফতরে। আগামী ৮ ই মে হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারিতে অভিযান চালিয়েছিল নবান্ন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের তদন্তে উঠে এসেছে, গত দেড় বছরে ১৪০০ ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ, এই শংসাপত্রগুলি জাল করে বহু মানুষ সংরক্ষণের সুবিধা নিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।

দিঘার জগন্নাথধামে সস্ত্রীক দিলীপ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল: রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ। স্ত্রী রিঙ্কুকে নিয়ে বুধবার বিকেলেই দিঘায় পৌঁছে গেলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। এদিন দুপুরে রীতি মেনে জগন্নাথের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। পুরীর দৈতাপতি ও ইসকনের রাধারমণ দাসকে নিয়ে মন্দির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই হাজির রাজ্যের এই বিজেপি নেতা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনাতেই তৈরি হয়েছে দিঘার এই জগন্নাথ মন্দির। কিন্তু এই মন্দির নিয়ে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতাদের একাংশ। মন্দির তৈরির বিরোধিতা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের টাকায় এভাবে মন্দির করা যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সেই মন্দিরে হাজির হয়ে কার্যত চমক দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবারই দিলীপ ঘোষ জানিয়েছিলেন, তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন। দিঘার মন্দিরে যেতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তাঁর এই বক্তব্যে জল্পনা বাড়ে রাজনৈতিক মহলে। আর বুধবার দেখা গেল সস্ত্রীক সেখানে গেলেন তিনি। তাঁকে মন্দিরে অভ্যর্থনা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন কুণাল ঘোষও।

দুই পরীক্ষাতেই ছাত্রদের টেক্কা দিল ছাত্রীরা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল: প্রকাশিত হল আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার ফলাফল। দুই পরীক্ষাতেই ছাত্রীরা ছাত্রদের টেক্কা দিয়েছে। এরাজ্যে ছাত্রীদের আইসিএসইতে পাশের হার ৯৯.৪ শতাংশ ও আইএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.৩৮ শতাংশ।

২০২৫-এর আইসিএসই পরীক্ষায় রাজ্যের পড়ুয়াদের পাশের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। মোট ৪৩ হাজার ২৪০ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২৩ হাজার ৭০২ জন (৯৮.৫৩ শতাংশ), ছাত্রীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৫৩৮ জন (৯৯.০৪ শতাংশ)। এ বছর রাজ্যের মোট ৪৩৫টি স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।

রাজ্যে আইএসসি পরীক্ষায় রাজ্যের পড়ুয়াদের পাশের হার ৯৮.৭৫ শতাংশ। উত্তীর্ণ হয়েছেন ২৭ হাজার ৪৫৬ জন পড়ুয়া। তাঁদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭১১ জন (৯৮.২০ শতাংশ), ছাত্রীর সংখ্যা ১২ হাজার ৭৪৫ জন (৯৯.৩৮ শতাংশ)। রাজ্যের অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ৩৩৩। আইসিএসই-তে দেশ এবং বিদেশের অঞ্চলভিত্তিক পাশের হারে প্রথম দেশের পশ্চিমাংশের রাজ্যগুলি। এর পর দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে দক্ষিণ ভারত।

আবার আইএসসি-তে দেশ এবং বিদেশের অঞ্চলভিত্তিক পাশের হারে প্রথম দেশের দক্ষিণ ভাগের রাজ্যগুলি। দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে দেশের পশ্চিমাংশের রাজ্যগুলি। দেশ এবং বিদেশের পরীক্ষার্থী মিলিয়ে দশম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ২৪৯ জন, পাশের হার ৯৯.০৯ শতাংশ। অকৃতকার্য হয়েছে ২,৩০৮ জন, এদের মধ্যে ৭৪৭ জন ছাত্রী এবং ১,৫৬১ জন ছাত্র। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৫৫৭ জন। দ্বাদশের পরীক্ষায় ৯৮ হাজার ৫৭৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন, পাশের হার ৯৯.০২ শতাংশ।

অকৃতকার্য হয়েছেন ৯২৭ জন, তাঁদের মধ্যে ৭১৩ জন ছাত্র এবং ২৬০ জন ছাত্রী রয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৯ হাজার ৫৫১ জন।

সুন্দরবনের একাধিক এলাকায় নদী বাঁধে ভাঙন

জয়নগর, ৩০ এপ্রিল: মৌশুনি দ্বীপে অমাবস্যার কোটালের জেরে নদী বাঁধে ভাঙন, প্লাবিত এলাকা।সোমবার অমাবস্যার কোটালের জেরে সুন্দরবনের একাধিক নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়। নদীর নোনা জল ঢুকে প্লাবিত হয় এলাকা। বর্ষার আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মৌশুনি দ্বীপের সল্ট ঘেরি এলাকায় বঙ্গোপসাগর ও চিনাই নদীর সংযোগস্থলে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় এলাকা। অমাবস্যার কোটালের জোয়ারের জলের তোরে নদী বাঁধ ভেঙে পড়ে। নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণে এলাকার মধ্যে হু হু করে ঢোকে নদীর নোনা জল।আর তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীদের দাবি স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণের জন্য একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। প্রতিবছর নদী বাঁধের ভাঙন রোধ করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মাটির নদী বাঁধ তৈরি করা হয়। মাটির নদী বাঁধ বারবার ভেঙে যায়। বারবার বানভাসি হতে হয় এলাকার মানুষদের। নদীর নোনা জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষের ফসল। অন্যদিকে এক চিত্র ফুটে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত নাদাভাঙ্গা এলাকায়। অমাবস্যার কোটালের জোয়ারের জলের তোড়ে ভেঙে যায় নাদাভাঙ্গা এলাকার নদী বাঁধ। এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকার মানুষজনেরা। আতঙ্কের নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়েছে এলাকার মানুষ জনেরা। এ বিষয়ে এলাকার এক বাসিন্দা প্রণতি মাইতি বলেন, প্রতি বছর বর্ষার আগে নদী বাঁধ ভেঙে যায়।এ বছর ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।বর্ষার আগে নাদাভাঙ্গা এলাকার নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছে।স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র। প্রতিবছর নদী বাঁধ ভাঙার পরে প্রশাসনিক আধিকারিকারা এসে জোড়া তাপ্পি মেরে চলে যায় আবার নদী বাঁধ ভাঙ্গে। আমরা দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি। নদী বাঁধ ভেঙে নদীর নোনা জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফসল।প্রশাসন কবে আমাদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি।তবে এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন,বর্ষার আগে দ্রুততার সাথে সুন্দরবনের যে সকল জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছে সে সকল জায়গায় নদী বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা হবে। সুন্দরবনের বেশ কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমরা আবেদন করেছি। খুব শীঘ্রই যে সকল জায়গায় ভাঙন প্রবণ রয়েছে সে সকল জায়গায় অতি দ্রুততার সাথে কাজ শুরু করা হবে।

রাজ্যে নতুন রুটে চলবে ট্রেন

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল: রাজ্যে নতুন রুটে চলবে ট্রেন। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের পর নতুন রুটে ট্রেন চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কুলপি থেকে ডায়মন্ড হারবার-গুরুদাস নগর, গুরুদাস নগর হয়ে বাখড়াহাট, বাখড়াহাট হয়ে পূজালি ভায়া উলুবেড়িয়া, এই রুটের রেল প্রকল্প আটকে ছিল জমি জটে। থমকে ছিল রেলের কাজ। ২০২৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেন। আর সেই চিঠিতে উল্লেখ করেন যে রেল মন্ত্রক রেলের কাজ করতে ইচ্ছুক হলেও রাজ্য সরকার জমি না দেওয়ায় কাজ থমকে রয়েছে। তারপরও কাজ হয়নি।পরবর্তীতে বাখড়াহাট নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে রাম রাবণ পাল নামে এক ব্যক্তি তিনি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন। সেই মামলায় হাইকোর্ট রায় দেয়, রাজ্য ও রেল দফতরকে আগামী ৪ মাসের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও রেলের কাজ শুরু করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।হাইকোর্টের এই রায়ে খুশি বাখড়াহাট নাগরিক মঞ্চ ও এলাকার সাধারণ মানুষজন। তাঁদের বক্তব্য এই রেল প্রজেক্ট সম্পূর্ণ হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও কম খরচে কলকাতায় পৌঁছে যাবে।

তবে সমস্যাটা হল ২০২৩-এ চিঠি পাওয়ার পরও রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ শুরু করেনি। এখন রাজ্য সরকার কোর্টের রায়কে মান্যতা দেয় কি না, সেটাই প্রশ্ন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৫০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ বৈশাখ , ১৪৩২

কাশ্মীরে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার অধিকার চায়

কাশ্মীরে যখন পণ্ডিতেরা মার খেয়ে তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিল তখন তাদেরকে কেন সেখানকার জমি ঘর বাড়ি ফিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি তার জবাব কিন্তু ফারুক আব্দুল্লা দিতে পারবেন না। তারা কাশ্মীরে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার অধিকার চায় যা ভারতের সংবিধান বিরোধী। এক সময়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে পাকিস্তানের কাছে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছিল। তখন ভারতের বিরোধী দলের নেতারা চুপ করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আর আজকে যখন কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার করে জেলে রেখে দেওয়া হয়েছে তখন সবাই ব্যক্তি স্বাধীনতা হনন করছে বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক রোজগারের রাস্তাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চোরাপথ ধরে অস্ত্র নিয়ে আসার রাস্তাকে একেবারে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে । তখন সবাই বলতে শুরু করেছে কাশ্মীরকে রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করতে হবে। কিন্তু কাশ্মীর ভারতে অন্য রাজ্যের মতো ক্ষমতার অধিকারী। কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। কাশ্মীর নীতি নিয়ে পরিস্কার মত প্রকাশ করে গিয়েছিলেন বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রদর্শিত কাশ্মীর নীতির পথ ধরেই মোদি এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। সেখানে তিনি কাউকে রেওয়াত করছেন না। কাশ্মীর রাজ্যটা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কারোর অধিকারে থাকবে না। কাশ্মীরকে আপাতত ভারতীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হলে সেখানকার প্রশাসন কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে থাকে। কাশ্মীরের রাজ্যপাল রয়েছেন। তাঁর হাত ধরে প্রশাসনিক কাজকর্ম হতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার একটি কথা বলে চলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সংগ্রাম করবে। ভারত কোনও সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করবে না। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের শিকার। আফগানে তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার মূলে ছিল পাকিস্তান। আজকে তারা সেখান থেকে বিতারিত। তালিবান জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানের বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। তালিবানদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালোর পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। পাকিস্তান যে ভারত বিরোধী চিন্তাকে নিয়ে তালিবানদের হাত ধরে আফগানে ফিরিয়ে নিয়ে এলো তা কিন্তু সফল হতে পারছে না। তালিবানদের ভারত বিরোধী করে তোলাই পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ছিল। তা কিন্তু হল না। এদিকে ইজরায়েল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলকে ভারত সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে গাজা যখন ইজরায়েল দখল করে নিল তখন ভারত প্যালেস্টাইন নাগরিকদের জন্য মানবিক সাহায্য দিতে শুরু করে। কিন্তু জঙ্গিবাদকে দমন করার ব্যাপারে ভারত ইজরায়েলকে সমর্থন করা থেকে সরে আসেনি। প্যালেস্টাইনরা কি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল? তা তারা করেনি। হামাস জঙ্গিদের ব্যাপারে পালেস্টাইন কোনও বিরুদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ইজরায়েল কিন্তু হামাসকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। আজকে গাজা ইজরায়েলের দখলে। তারা সেখানকার পুলিশি শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইজরায়েলের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তার ফলে হামাসের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ইজরায়েল এখনও যুদ্ধ জারি রেখেছে। যুদ্ধ বন্ধ করেনি। হামাসদের যেসব দেশ অস্ত্র, খাদ্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল তাদের বিরুদ্ধে ইজরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেই যুদ্ধ গোপন পথ ধরে চলতে থাকবে তারা বছর। হামাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করে শেষ করবে মোসাদ গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা বলে জানতে পারা গিয়েছে।

মানুষ যুদ্ধের জিগির তুলছে

পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি-হামলায় ২৫ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর, এটা প্রমানিত যে পুরো ঘটনার জন্য দায়ি পাক দেশ। দুই প্রতিবেশী দেশ, ভারত ও পাকিস্তান, একে-অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-হুঙ্কার দিচ্ছে। অস্ত্রের প্রত্যক্ষ ঝনঝনানি এখনও শুরু হয়নি বটে, কিন্তু ওপারের মানুষকে যখন ঝিলম-বিতস্তার প্লাবনে ঘরবাড়ি ছাড়তে হচ্ছে, এপারে তখন সীমান্ত লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে বাঙ্কারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। দু'টি দেশের রণং দেহি আস্ফালনে তাল মিলিয়ে দুই দেশেরই কিছু মানুষ যুদ্ধের জিগির তুলছে। কিন্তু এই যুদ্ধে যাদের 'বিশেষ' ভূমিকা থাকবে না, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই।একটি মর্মান্তিক জঙ্গি-হামলার সাক্ষী হয়ে সীমান্তের উভয় পাশেই ক্ষোভ এবং জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। বিবৃতি আসছে রাজনৈতিক নেতাদের থেকে। সোশ্যাল মিডিয়া সমাধান খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তাল গোটা দেশ। অথচ সাধারণ মানুষ, যাদের সন্ত্রাসী-হামলার সঙ্গে কোনও যোগ নেই, যুদ্ধ আরম্ভ হলে, তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বলা বাহুল্য। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি-হামলায় 'যোগ' মেলার পরেও, পাক সরকার, বিরোধী দলের নেতৃবর্গ এবং পরিচিত ব্যক্তিত্বরা যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন,- তা সেই 'ঘৃনার ঐতিহ্য'রই প্রমাণ। পাকিস্তানিরা অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু মৌলবাদীদের তা উৎসাহ জোগায়। পাক-নেতাদের এমন ভারত-বিদ্বেষী মন্তব্যই পরোক্ষে ভারতের বুকে সন্ত্রাস এনে দিচ্ছে। যুদ্ধ কখনওই তত গৌরবময় হতে পারে না, যতটা দেখানো হয়। ক্ষমতাহীন উলুখাগড়ার অশ্রু, রক্ত, ছিন্নভিন্ন জীবন-সংলাপের হাড়মাসে জড়িয়ে থাকে যুদ্ধের অভিঘাত। পহেলগাঁওয়ে যা ঘটেছে, তার জেরে প্রতিশোধের দাবি বোধগম্য। ভারতবাসীর ক্ষোভও ন্যায্য। তবে দৃঢ়তার সঙ্গে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে, তাতে পথ দেখাবে প্রজ্ঞা।

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে। শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর আয়ুটি ক্ষয়েই যায়। শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ। কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

রাবণ বললে, তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গ ঃ কুতঃ-যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কী ধরব! যত ভক্তি বাড়ে, সংসারাসক্তি কমে-শ্রীচৈতন্যভক্ত নির্লিপ্ততাই জন্যই সাধন-ভজন। তাঁকে চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম পা।ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর কমবে পরস্ত্রীকে মাতৃব বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাক জীবন্মুক্ত হয়ে বে।াবে। চৈতন্যদেবের ভক্তেরা অনাসক্ত হয়ে সংসারে ছিল।জ্ঞানী ও ভক্তের গূ। রহস্যশ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)-যে ঠিক ভক্ত, তার কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর 'স্বপ্নব' বল তার ভক্তি যাবার নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে

উন্মাদ হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপবিত্র, মহাত্যাগী,ওই জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী ঃ বিবেকানন্দ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন করেন। সিমুলিয়া পল্লিতে নরেন্দ্রনাথের বাটীর নিকটেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাস করিতেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমন-উপলক্ষ্যে গান গাহিবার জন্য সুকণ্ঠ, সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন আঠারো বৎসর, এফ. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে সবিশেষ অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ইতঃ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। 'জেনারেল-অ্যাসেমব্লিজ-ইনস্টিটিউশন' কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব একদিন ইংরেজি ক্লাসে পড়াইতে আসিয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখিয়া মাঝে মাঝে এতদূর তন্ময় হইয়া যাইতেন যে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাইত, সমাধি হইত। এই সমাধি কী তাহা বুঝাইতে যাইয়া হেস্টি সাহেব ছাত্রদের বলেন, চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয় বিশেষে একাগ্রতা হইতে এই সমাধি হইয়া থাকে। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম দর্শনের কয়েক সপ্তাহ পরেই আরও একটি ঘটনা ঘটিল। এফ. এ. পরীক্ষা হইয়া গেলে বিশ্বনাথ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য পাত্রী স্থির করিলেন, কথাবার্তা প্রায় পাকা হইয়া উঠিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রবল আপত্তি জানাইলেন বলিয়া উহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার জনৈক আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পূর্ব হইতে যাতায়াত করিতেন। তিনি আলাপ করিয়া যখন বুঝিলেন যে ধর্মলাভের জন্যই নরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না, তখন তাঁহাকে বলিলেন, যদি ধর্মলাভকরিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতিস্থলে না ঘুরিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট চলো। প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ এই সময় একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইলে কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন্দনাথকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন অসীম স্নেহ ঢালিয়া, আদর করিয়া, খাওয়াইয়া, কত কী কথা বলিয়াও তিনি যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলেন না। ইহার কারণ ছিল। উপযুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া গুরুর হৃদয়ে এই আনন্দ জাগা স্বাভাবিক। নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ সত্যগুলি ধারণা করিবার মতো যোগ্যতা তাঁহার রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, পশ্চিমের দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনো পারিপাট্য নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা কে যেন ভিতরের দিকে সর্বদা টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এতবড় সত্ত্বগুণী আধার থাকা সম্ভব! ... গান গাহিতে বলিলাম, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোলো আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল।আরও একটি কারণ ছিল। পবিত্রতা ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেব দীর্ঘ সাধনার পর ভগবানলাভ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর বড় বড় ধর্মমতগুলিতে ভগবানলাভের জন্য যেসব পথের নির্দেশ আছে, তাহার সবগুলি দিয়া চলিয়া, সেই সব পথে যেভাবে ভগবানকে দেখা যায় বলিয়া বর্ণনা দেওয়া আছে, সেই সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আর দেখিয়াছিলেন যে নানা ধর্মে নানাভাবে বর্ণিত হইলেও ভগবান বা বিশ্বের চরম সত্তা একটি-ই, এবং তিনিই আমাদের সমস্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের মূল উৎস। আন্তরিক হইয়া যে যেভাবে তাঁহাকে ডাকে, সেই সেইভাবেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি সাকার নিরাকার দুই-ই যেমন জল আর বরফ। বরফের আকার আছে, জলের নাই, বস্তু কিন্তু একই। 'নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রে নামিলে গলিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়,' সাধনশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বিশ্বের পরমানন্দময় চরম সত্তার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে ভগবদিচ্ছা অন্যরূপ, এইরূপ করা চলিবে না তিনি যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানবজাতির পক্ষে মহাকল্যাণকর সর্বজনীন সত্য নিজজীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, জগতের কল্যাণের জন্য আরও কিছুদিন দেহধারণ করিয়া থাকিয়া তাহা জগতে প্রচার করিতে হইবে। আরও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই সর্বজাগতিক বিশাল উদার ভাবরাশি নিজ জীবনে যথাযথরূপে ধারণ ও উপলব্ধি করিয়া সারা জগতে ছড়াইয়া দিবার জন্য গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে কয়েকজন ত্যাগী যুবকভক্তও আসিবে এবং তাহাদের মধ্যে এই কাজের প্রধান সহায়করূপে আসিবে গান শেষ হইবার পর নরেন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি ঘরের পাশে চারিদিক-ঘেরা একটি বারান্দায় ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, বোধ হয় নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন বলিয়াই এইরূপ করিতেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা করিলেন, তাহা কল্পনাতীত-সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় পরমস্নেহে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কীরূপ প্রতীক্ষা করিয়া আছি, তাহা ভাবিতে নাই?' ইত্যাদি কত কথা বলিলেন ও রোদন করিলেন। পরক্ষণেই আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মতো আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন

ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ। এই সব কথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘর হইতে কিছু সন্দেশ প্রভৃতি আনিয়া নিজহস্তে নরেন্দনাথকে খাওয়াইলেন এবং আবার একদিন একাকী আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলে তবে তিনি সুস্থির হন। নরেন্দনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ-না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে?বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপস্থিত অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে তখন তাঁহার আচরণ বা কথায় কোথাও পাগলের কোনো লক্ষণ নাই। তাঁহার পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কাজেই নরেন্দ্রনাথ সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে পাগল বলিয়া ভাবিলেও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব লইয়াই গৃহে ফিরিয়াছিলেন-উন্মাদ হইলেও এই ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐজন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী। প্রায় একমাস পরে পদব্রজে নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইলেন। যোগ্য আধার জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেদিন নিজের অসীমশক্তিময় স্পর্শসহায়ে নরেন্দ্রনাথকে একেবারেই চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে স্পর্শ করা মাত্র এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিল খালি চোখেই দেখিতে লাগিলেন যে ঘরের দেওয়াল, জিনিসপত্র, চারিদিকের গাছপালা সব, বলিলেন, তবে থাক, একেবারে কাজ নাই, কালে হবে। এই বলিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন। তৎক্ষণা প্রকৃতিস্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতরের ও বাহিরের সকল জিনিসই পূর্বের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।এই ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে তুফান উঠিল। এ কী হইল? ম্যাজিক দেখাইলেন নাকি শ্রীরামকৃষ্ণ, সম্মোহিনী শক্তির খেলা দেখাইলেন? ভাবিয়া দেখিলেন, তাহা নয়। কারণ দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদেরই সম্মোহিত করা সম্ভবপর, তাঁহার মতো দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যুবককে সম্মোহিত করিবার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াই তো তিনি মোহিত হইয়া যান নাই, বরং তাঁহাকে পাগল ভাবিয়াছেন। অথচ নিজে তো সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় খালি চোখেই দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্র তাঁহার এই উপলব্ধি আসিল এবং তাঁহার ইচ্ছায় আবার চলিয়া গেল। আবার ভাবিলেন, ইনি যদি এত শক্তির অধিকারী হন, আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের গঠন ঐরূপ ভাঙিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মতো করিয়া উহাকে আপনভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই-বা বলি কীরূপে? এইদিকে প্রথম আগমনের দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে পাগল ছাড়া আর কী ভাবা যাইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। যুক্তি ও বিচার সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এবং নিজের এই উপলব্ধি সম্বন্ধে কোনো স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া নরেন্দ্রনাথ সেই দিন মনে দারুণ আঘাত পাইলেন। তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্ক সহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনো নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই-আজ সেই স্বভাবে দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। এই ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ়তর হইল।ইহার কিছুকাল পরে দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয়বার আগমনের দিন পূর্বঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এই 'অদ্ভুত পাগল' আবার যাহাতে তাঁহার মনের উপর নিজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন, সেই বিষয়ে সজাগ থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শমাত্রে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। এইদিন তিনি প্রাণেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুরতিক্রমণীয় অসীম দৈবশক্তির কাছে তাঁহার নিজের মন-বুদ্ধির শক্তি কত অকিঞ্চিকর। পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাগল বলিয়া তাঁহার যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এইদিন তাহা নিঃশেষে লুপ্ত হইল। বুঝিলেন, ইনি অসীম দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ তাঁহার মতো মানবকে ইচ্ছামাত্রেই আধ্যাত্মিকরাজ্যের যেখানে খুশি সেখানে লইয়া যাইতে পারেন। বুঝিলেন, তিনি যেরূপ গুরু খুঁজিতেছিলেন, ভাগ্যবলে তাহা পাইয়াছেন। এইদিনই মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরুরূপে বরণ করিলেও যুক্তির পূজারি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চরণে তখনও সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন না সঙ্কল্প করিলেন, ভালোরূপে যাচাই না করিয়া তাঁহার কোনো কথা গ্রহণ করিবেন না বিশেষভাবে পরীক্ষা বা নিজে অনুভব না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত ঈশ্বরদর্শনাদি বিষয়ক কোনো কথা শুধু তিনি বলিতেছেন বলিয়াই অবনতশিরে মানিয়া লইবেন না।ইহাতে যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিরক্তও হন, উপায় নাই।জড় প্রকৃতি যেমন কতকগুলি নিয়মের বশে চলে এবং বিজ্ঞানের সাধনা দ্বারা সেই জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলেই মানুষ তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, সেইরূপ অন্ত ঃপ্রকৃতি, সূক্ষ্মতর প্রকৃতিও কতকগুলি নিয়মের বশে চলে এবং আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আসিলেই মানুষ তাহাকেও নিজের ইচ্ছামতো চালাইতে পারে। জগতে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া কিছু নাই, সব ঘটনাই প্রকৃতির নিয়মাধীন। সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে যতক্ষণ না আমাদের জ্ঞান আসে, ততক্ষণ সেইগুলিকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া মনে হয় মাত্র। শব্দশক্তিকে সূক্ষ্মতর শক্তিতরঙ্গে রূপায়িত করিয়া বেতার-প্রেরকযন্ত্রের মাধ্যমে যেসব তরঙ্গ আজকাল বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সারা জগতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়, সেইগুলি সবসময়ই আমাদের চারিদিকে সর্বত্র তরঙ্গায়িত হইলেও নিখুঁত গ্রাহকযন্ত্র, রেডিও না থাকিলে এবং উহাকে সেই তরঙ্গগুলির গ্রহণোপযোগী পর্দায় না বাঁধিলে আমরা সেইগুলির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না, ঠিক তেমনি পবিত্রতা, একাগ্রতা প্রভৃতি সহায়ে মনকে সূক্ষ্ম না করিলে আধ্যাত্মিক জগতের সত্যগুলির অস্তিত্বও আমরা অনুভব করিতে পারি না, সেইগুলিকে ধরিতে পারি না। আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বগুলি সত্য কি না তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে হইলে আগে অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদের, সত্যদ্রষ্টাদের নির্দেশমতো মানসযন্ত্রটিকে নিখুঁত করিয়া গড়িতে হইবে। সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানলাভের বেলা যেমন যোগ্য গুরুর সহায়তায় দীর্ঘদিনের সাধনায় উহা লাভ করা যায়, আধ্যাত্মিক সত্যের বেলাও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনসহায়ে সর্ববিধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন, অন্তর্জগতের রাজ-রাজেশ্বর ছিলেন তিনি। তাই ইচ্ছামাত্রেই মানুষের মনকে তিনি যেমন খুশি ভাঙিতে গড়িতে পারিতেন-স্থূলবিষয় গ্রহণ করিবার উপযোগী মানসযন্ত্রকে ইচ্ছামাত্র সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর যন্ত্রে রূপায়িত করিয়া উহাকে দিব্যদর্শনের উপযোগী করিয়া দিতে পারিতেন। এইভাবে স্পর্শ করিয়া কত ভাগ্যবানকে যে তিনি দিব্যধামে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দিব্যধামের কত কথা, নিজের অনুভূতি ও ঈশ্বরদর্শনের কথা তিনি নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন।কিন্তু সে অন্তর্দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথের তখনও আসে নাই। বুদ্ধি ও যুক্তির সহায়তা ছাড়া বিশ্বের কোনো সত্যেরই দ্বার উদ্ঘাটন করা যায় না, বোধ হয় এই বিশ্বাস তখনো তাঁহার ছিল। তৎকালীন সর্ববিধ আস্তিক ও নাস্তিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণপরায়ণ মন লইয়া যেন আধুনিক ধারায় চিন্তাশীল সকল মানুষের প্রতিনিধিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গিয়া হাজির হইয়াছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই তিনি যত রকমে পারেন যাচাই করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া তবে তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিন আন্তর্জাতিক সামরিক আইন লঙ্ঘন করছে ঃ তাইওয়ান

তাইওয়ান চিনের অধীনে নয়। তারা একেবারে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন দেশ। চিন বারবার তাদের ওপরে খবরদারি করতে চেষ্টা করছে। তাইওয়ান থেকে চিনা বিমানের ওপরে হামলা শুরু করে দিয়েছিল বেশ কয়েকটি বিমানকে আকাশ পথে ধ্বংস করে দেয়। তাতেও চিনের শিক্ষা হয়নি বলে তাইওয়ান মনে করছে। এদকে চিন আমেরিকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতার রাস্তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু, মাদক দমন ও সামরিক ক্ষেত্রে আলোচনা। চিনকে বারবার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। চিন আমেরিকার কোনও কথাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছিল। কিমও চিনের উস্কানিতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে। রাশিয়াও এদিকে আমেরিকার নাকের ডগায় বসে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করছে। তারা ইউক্রেনের ওপরে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। মারিয়ুপোলের ওপরে রাশিয়া বারবার ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ করেছে। এর ফলে শহরটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এদিকে মার্কিন হুমকিকে উপেক্ষা করে তাইওয়ানের. চারপাশে চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন তাইওয়ানকে ভয় দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ানকে তাক না করে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র জাপানের আর্থিক পরিমণ্ডলে গিয়ে আঘাত করেছিল। তা নিয়ে জাপান আপত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের সামরিক মহড়াকে সংযত হতে জাপান নির্দেশ দিয়েছে। চিন আমেরিকাকে ভয় না পেতে পারে। কিন্তু জাপান সম্পর্কে চিনের. একটা অ্যালার্জি রয়েছে। চিন কোনও সময়ে জাপানকে একেবারে চটাতে চায় না সেটা পরিস্কার। ভারতের বিরুদ্ধে চিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাপান ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জাপান এবং আমেরিকার শক্তি তার সঙ্গে রাশিয়ার শক্তি ভারতকে শক্তিশালী করে তুলেছে। সেই কারণে চিন ভারতের দিকে তাক করে কোনও ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেনি। সীমান্তে চিন গুলি বর্ষন করেনি। এদিকে পাকিস্তান আর ভারতের দিকে তাক করে কোনও গোলাগুলি বর্ষন করতে সাহস পাচ্ছে না। জঙ্গি পাঠানো পাকিস্তান বন্ধ করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান এখন আর্থিক দিক দিয়ে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, তাইওয়ানকে আমেরিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না চিন। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। এদিকে জাপানের সঙ্গে আমেরিকা সামরিক চুক্তি করতে চেষ্টা করছে। যদিও আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সামরিক চুক্তি রয়েছে। তার পরে জাপানকে আরও নিজস্ব সামরিক বাহিনী তৈরি করার ব্যাপারে আমেরিকা দ্বিমত পোষন করছে না। চিনকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা যে কোনও কৌশল অবলম্বন করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ না তাদের পণ্যের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। তাহলে চিন একেবারে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। চিনের শক্তিশালী আর্থিক বাজার হচ্ছে ইউরোপ। সেই ইউরোপ আমেরিকার অধীনে বলা যেতে পারে। ইউরোপ আমেরিকার কথা শোনে। তারা চিনের কথাকে একেবারে পাত্তা দেয়নি। তার ফলে চিন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন আমেরিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শুধু আমেরিকার সঙ্গে নয় তাইওয়ানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো রয়েছে তাদের সঙ্গে চিন কোনও রকমভাবে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের ক্ষেপনাস্তর আছড়ে পড়েছিল জাপানের বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে। তা নিয়ে জাপান কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। এদিকে কানাজার কূটনীতিক জিম নিকেলকে ডেকে পাঠিয়ে ছিল চিনের বিদেশ মন্ত্রক। তাইওয়ান নিয়ে কানাডা চিনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। তার ফলে চিন পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছে কানাডা সরকারতে এর সংশোধন করতে হবে। ভুল সংশোধন করতে বলা হয়েছে। এদিকে কানাডা সরকার বলতে শুরু করে দিয়েছে তারা যা বলেছে তা ঠিক। সেখান থেকে এক পাও সরে আসবে না। তার ফলে কানাডার সঙ্গে চিনের কূটনীতিতে খানিকটা আঘাত লাগল বলা যেতে পারে। ক্ষেপনাস্ত্র ছোঁড়ার তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা বলেছে সামরিক মহড়াতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা কারাটা একেবারে আন্তর্জাতিক সামরিক আইন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। চিনকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। চিন সমারিক মহড়াতে একেবারে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের চেয়ারম্যান শিন জিংপিন বলেছেন সামরিক মহড়া বন্ধ করবে না চিন। কারোর আপত্তি থাকলে চিনের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ হতে পারে। তাইওয়ানের সীমান্ত ঘেঁষে ছয়টি এলাকায় চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। ৬৮ যুদ্ধ বিমান এবং ১৩ টি চিনা রণতরী এই সমারিক মহড়াতে অংশ গ্রহণ করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে তাইওয়ান বলতে শুরু করেছে চিন আন্তর্জাতিক সামরিক আইন লঙ্ঘন করছে। তারা চিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। আকাশ পথ এবং সমুদ্র পথ ধরে তাইওয়ানকে হেনস্থা করছে চিন সরকার। তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী সু সেন চাং বলেছেন তারা তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন। তবে অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে সামরিক মহড়ার তলে তলে চিন তাইওয়ান দখল করার চেষ্টা করছে। চিনের সরকারের সঙ্গে সেখানকার অধিকাংশ নাগরিকেরা মনে করে তাইওয়ান তাদের অংশ। সেই কারণে চিন নাগরিকদের মনে উত্তেজনা ফুটে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা চিনা যুদ্ধ বিমানের ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ান চিন যুদ্ধে চিনের জয় হবে বলে চিনা নাগরিকেরা মনে করে থাকে। তাইওয়ান চিনের অংশ। সেখানকার ব্যাপারে আমেরিকা কথা বলা কোনও অধিকার নেই। এদিকে চিনের কথাকে অস্বাকীর করতে শুরু করে দিয়েছেন তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন চিন সামরিক শক্তির ভয় দেখিয়ে তাইওয়ান দখল করার খেলা একেবারে শেষ পর্যায়ে। এবার চিনকে একেবারে সরে যেতে হবে। চিন যদি রাশিয়ার মতো আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করে তাহলে চিনকে ভুগতে হবে। আর একটা ভিয়েতনাম দেখবে চিন সরকার। জাপানও চিন সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে। চিনা ক্ষেপনাস্ত্র কেন জাপানের আর্থিক অঞ্চলে ওপরে হানা দিল তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে জাপানের বিদেশ মন্ত্রক। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে জাপান কোয়াড তৈরি করে ছিল বলেই চিন তাদের ওপরে একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করেছে। যা যদি হয় তাহলে চিনকে ভুগতে হবে। জাপান চুড়ি পড়ে বসে থাকবে না। জাপানের শক্তি সম্পর্কে চিন ওয়াকিবহাল আছে নিশ্চয়। জাপান যদি যুদ্ধ করতে নামে তাহলে চিনের শেষ দেখে ছাড়বে। তখন চিনের বর্তমান চেয়ারম্যান পালিয়ে পথ খুঁজে পাবে না। সেই পথ ধরছে না জাপান এখনও।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হল ২১ দিনব্যাপী চন্দন যাত্রা উৎসব

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে নৌকা বিহার সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হল মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরে চন্দন যাত্রা উৎসব। বুধবার বিকেল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ২১ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক চন্দন যাত্রা উৎসব। অন্যান্য উৎসবের মতো চন্দন যাত্রা উৎসবেও মায়াপুরের ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরে দেশি-বিদেশি ভক্তের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ২১ দিনব্যাপী চন্দন যাত্রা উৎসবের জন্য সেজে উঠেছে মন্দির নগরী মায়াপুর ইসকনের সমাধি মন্দির চত্বর। এই উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় ও বর্ণময় করে তোলার জন্য সমাধি মন্দির সংলগ্ন পুস্করিণী চত্বর বিভিন্ন আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। চন্দন যাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই ভক্তদের আগমন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বহু বিদেশী ভক্তকে অংশ নিতে দেখা যায় এই উৎসবে। মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাসের দাবি, চন্দন যাত্রা উৎসবে শুরুর দিন যে পরিমাণ ভক্তের ভিড় হয়েছে, তার তুলনায় আগামী দিন আরও বেশি ভক্তসমাগম হবে। জানা যায়, পুরীধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে মদনমোহনের বিগ্রহ রয়েছে, পাঁচশো বছরেরও বেশি আগের সেই বিগ্রহ নিয়েই নরেন্দ্র সরোবরে শুরু হয়েছিল চন্দন যাত্রা। পুরীধামে সেই চন্দনযাত্রায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানিয়েছেন পুরী ধামের মদনমোহন বিগ্রহকে নিয়ে শুরু হওয়া সেই চন্দন যাত্রার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে ইসকনের মায়াপুর সমাধি মন্দির সংলগ্ন পুস্করিণীতে বুধবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে চন্দন যাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে। প্রতিদিন আরতি, হরিনাম সংকীর্তন, ভজন ও নৌকা বিহারের মাধ্যমে পালিত হবে চন্দনযাত্রা উৎসব। চন্দন যাত্রা উৎসবকে ঘিরে দু'টি পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে জগন্নাথ দেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সারা শরীরে যেন চন্দন লেপন করা হয়। এই আদেশ পাওয়ার পরই রাজা জগন্নাথ দেবের শরীর ঠান্ডা করতে চন্দন লেপনের ব্যবস্থা করেন। অন্য একটি পৌরাণিক কাহিনি মতে, বৃন্দাবনে মাধবেন্দ্র পুরী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রচণ্ড গরমে জগন্নাথ দেবের মাথা ধরায় তিনি ওই ব্রাহ্মণকে মলয় পর্বত থেকে চন্দন নিয়ে এসে মাথায় লেপন করতে বলেন। জগন্নাথ দেবের আদেশ পাওয়ার পরই ওই ব্রাহ্মণ নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মলয় পর্বত থেকে চন্দন সংগ্রহের পর ফেরার পথে রেমুনাতে রাত্রিবাস করেন মাধবেন্দ্র পুরী। সেই রাতেই গোপাল তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, রেমুনাতে গোপীনাথের মন্দির আছে। সেই মন্দিরে গোপীনাথের সারা অঙ্গে যেন ওই চন্দন লেপন করেন। এরপর ওই ব্রাহ্মণ পরের দিন রেমুনার মন্দিরে গোপীনাথের সারা শরীরে চন্দন লেপন করেন। সেই সময় থেকেই চলে আসছে এই চন্দন যাত্রা।

জুয়ার নেশাই প্রাণ কাড়ল গৃহবধূর, অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিস

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩০ এপ্রিল ঃ অনলাইনে জুয়ার নেশায় রক্তারক্তি কাণ্ড। স্ত্রীকে গলা কেটে খুন! শেষে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন স্বামী।

চাঞ্চল্য নদীয়ার শান্তিপুরের। স্থানীয় সূত্রে খবর, শান্তিপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বুদ্ধদেব সরকার। টাকা পয়সা নিয়ে স্ত্রী শ্রাবণীর সঙ্গে প্রায় গণ্ডগোল লেগেই থাকত তাঁর। অভিযোগ, অনলাইনে জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধদেব। আসক্তি এতটাই ছিল যে, পরিবারের রীতিমতো আর্থিক সংকটে দেখা দিয়েছিল। দেনার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গিয়েছিল ১৫ লক্ষে! সেই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হত। অভিযোগ, আজ, মঙ্গলবার রাতে বাড়িতেই স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করেন বুদ্ধদেব। ওই দম্পতির একমাত্র মেয়ে তখন বাড়িতে ছিল না। পড়তে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে মা-কে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে পুলিস। এদিকে এই ঘটনার পর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত স্বামী। তাঁকে আটক করেছে পুলিস। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনলাইন জুয়ার নেশা এলাকায় ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। অনেকেই এই জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে ফেলছেন। তাঁদের মতে, প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও পদক্ষেপ না থাকলে এমন ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটতেই থাকবে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার করে খুদেদের পড়তে আসা .. হুঁশ নেই প্রশাসনের

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ৩০ এপ্রিল ঃ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার করে স্কুলে আসতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। একটি পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষকেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পার হতে হচ্ছে নদী। সব কিছু দেখেও নির্লিপ্ত প্রশাসন। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং বেদনাদায়ক এই ঘটনার সাক্ষী কোচবিহার জেলার। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের কামাতফুলবাড়ি এবং তুফানগঞ্জ ২নং ব্লকের বেগারখাতা গ্রামের মাঝ স্থান বয়ে রায়ডাক নদী। আর এই নদী পেরিয়েই এক বুক জলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় স্কুল ছাত্র থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেককেই। ইতিমধ্যে বর্ষা তার উপস্থিতি জানান দিয়েছে। স্বভাবতই নদীর জল বাড়বে আর বর্ষার ভরা মরসুমে নদী পারাপার করতে না পারার আশঙ্কায় দিন গুনছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। এখনো নদীতে এক বুক জল রয়েছে সেই জল পার করে স্কুলে আসছে। হলে ওই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের বেশিরভাগ দিনই স্কুলে যাওয়া হয় না। তুফানগঞ্জ মহকুমার এই বারোকোদালি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এই বেকারখাতা এলাকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে পড়ুয়া। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হয়ে স্কুলে আসে। যদিও বেশ কিছুদিন আগেও এই বেগারখাতা গ্রামের সাথে কামাত ফুলবাড়ি গ্রামের যোগাযোগের জন্য ছিল একটি বাঁশের সাঁকো। দু বছর আগে এই সাঁকো ভেঙে যাওয়ার পর এই দুই এলাকার যোগাযোগ রীতিমতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারপর স্থানীয় এক মানুষ নৌকা দিয়ে পারাপার করে দিত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে সেও বেশ কিছুদিন যাবত আসছে না ফলে বাধ্য হয়ে বুক জলে খাতা বই মাথার উপর তুলে স্কুলে আসে ছাত্র-ছাত্রীরা থেকে সাধারন মানুষ সকলেই। হুঁশ নেই প্রশাসনের। স্থায়ী পাকা সেতুর দাবি পূরণ তো দূরের কথা একটা নতুন বাঁশের সাঁকো নির্মাণের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। অংকের হিসাবে এই বেগারখাতা এলাকা থেকে নদী পার করে তুফানগঞ্জ শহরের দূরত্ব প্রায় ১ কিলোমিটার। আর যদি নদীপথে না গিয়ে রাস্তা ধরে যাওয়া যায় তাহলে দূরত্ব বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫ কিলোমিটার। স্বভাবতই এই এলাকার সাধারন মানুষ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই নদী পার করেই তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম সারেন। এই প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ সাহা বলেন - ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের অসুবিধার কথা জানতে পেরেছি। তারা এই বর্ষায় দুটি ড্রেস নিয়ে স্কুলে আসে। নদী পার হতে গিয়ে অনেক সময় বই খাতা জলে ভিজে ক্ষতিও হয়। আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যাতে ওই এলাকায় সেতুর ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু ভাবে বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এই ঘটনাকে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে চাপানউতোর শুরু হয়েছে শাসক ও শাসক বিরোধী নেতাদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন - ওই এলাকায় বিধায়ক বিজেপির। তাকে দেখাও যায় না তিনি কোন কাজও করেন না। এখানে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক বা মন্ত্রী থাকতো তাহলে এই সমস্যা হতো না তৃণমূল বিধায়ক যেই যেই এলাকায় তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছে সেখানে এই সমস্ত সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জের বিজেপি নেতা উৎপল দাস বলেন - বাস্তব সত্যটা হলো এখানে কংক্রিটের ব্রিজ কোনদিনও সম্ভব নয় কারণ ৫০০ মিটার দূরে হাইওয়ে রোড রয়েছে যার পাশে ব্রিজ রয়েছে কিন্তু এ এলাকার পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি তারা প্রতিবছর বাঁশের সাঁকোর জন্য বাজেটে ধরা হয় কিন্তু সেই টাকা কোথায় যায় কেউ জানে না! প্রসঙ্গত এই এলাকায় পঞ্চায়েত বিজেপির এবং জেলা পরিষদের সদস্য বিজেপি তারপরেও উৎপল দাসের মন্তব্য কোথাও যেন বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলকে নিশানা করেছে। যদিও তিনি শাসকদলের প্রতিনিধিদেরকেও তুলে ধরেছেন বারবারই। তবে প্রশ্ন উঠছে শাসক হোক কিংবা বিরোধী। এক বুক জলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্ষুদেরা তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধ করে চলেছে আর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নেতারা কাদা ছোড়াছুড়ির বাইরে সমাধান দিতে ব্যর্থ! কেন এত উদাসীন প্রশাসন? কেন এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না এ প্রশ্ন প্রতিনিয়তই ক্ষুদ্র এলাকার সাধারণ মানুষ। আদৌ কি মিলবে সমাধান বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে কচিকাঁচা থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই।

গত আর্থিক বছরে বিক্রয় বাড়লো পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তরের

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল ঃ ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে সব ধরনের মদের বিক্রয় বাড়লো পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তরে। জেলায় নিম্নবিত্ত সুরাপায়ীদের পছন্দের মদ হল দেশী বাংলা মদ। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে পূর্ব বর্ধমান জেলায় সরকারি দেশী বাংলা মদ বা কান্ট্রি স্পিরিট বিক্রয় হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২৪ লক্ষ লিটার, যেখানে তার আগের আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে দেশী বাংলা মদের বিক্রয় ছিল প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ লিটার। অর্থাৎ ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে প্রায় ২ লক্ষ লিটার দেশী বাংলা মদ বেশী বিক্রয় হয়েছে জেলায়। অন্যদিকে বিদেশী মদ বা ফরেন লিকার ২০২৪-২৫ সালে বিক্রয় হয়েছে ৫৬ লক্ষ লিটার যেখানে ২০২৩-২৪ সালে তার বিক্রয় ছিল ৫১ লক্ষ লিটার। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৫ লক্ষ লিটার বিদেশী মদ বিক্রয় হয়েছে সদ্য সমাপ্ত আর্থিক বছরে। আবার প্রায় ১০ লক্ষ লিটার বিয়ারের বিক্রয় বেড়েছে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে যেখানে বিয়ারের মোট বিক্রয় ছিল ৭৪ লক্ষ লিটার সেখানে গত আর্থিক বছরে বিয়ার বিক্রয়ের পরিমান বেড়ে হয়েছে প্রায় ৮৪ লক্ষ লিটার। এদিকে চোলাই মদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তর। ২০২৩-২৪ সালে ৮০ হাজার লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেখানে ২০২৪-২৫ সালে মোট চোলাই মদ বাজেয়াপ্তের পরিমান ৯০ হাজার লিটার। ২০২৩-২৪ এ চোলাই তৈরীর উপকরণ আটক করেছে প্রায় ৯.৫০ হাজার লিটার, যেটা বেড়ে গত আর্থিক বছরে বেড়ে হয়েছে প্রায় ১০ হাজার লিটার। ২০২৪-২৫ এ অভিযান চালিয়ে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অবৈধ মদ বিক্রয়, সরবরাহ, চোলাই তৈরী ইত্যাদি অপরাধে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় ২৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় আবগারি দপ্তরের অভিযানে। তার আগের আর্থিক বছরে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ১৪৫ জন। আবার গত আর্থিক বছরে ১৩ টি টোটো, ৬৪ টি বাইক, ও ২ টি চারচাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় যেগুলি সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় যাতে কোনোভাবে চোলাই মদের রমরমা কারবার চলতে না পারে তার জন্য বদ্ধপরিকর প্রশাসন। তাই নিয়ম মাফিক তারা বিভিন্ন চোলাই প্রবন এলাকায় লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে চরম উন্মাদনা জামালপুর ব্লকেঃ পূজা অর্চনা ভোগ খাওয়ার সাথে চলছে মিষ্টিমুখও

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল ঃ দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে সারা রাজ্য জুড়ে চলছে উৎসব। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে প্রতিটি অঞ্চলে জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে পুরো অনুষ্ঠান। তারই সাথে সাথে চলছে পূজার্চনা, চলছে ভোগ খাওয়ানো । পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে ১৩ টি অঞ্চলেই জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো চলছে মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। ব্লক অফিসে বড় জায়ান্ট স্ক্রিনে পুরো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে এবং তার সাথে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি মুখ করানো হচ্ছে। সেখানে অনুষ্ঠান দেখতে হাজির ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ্য ও সদস্যরা। ছিলেন ব্লকের বিডিও পার্থ সারথী দে সহ সকল ব্লকের আধিকারিকরা। জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বেত্রাগর গ্রামে বড় জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান এবং সেখানে প্রায় ১ হাজার মানুষকে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা জেলা যুব সহ সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল সহ অন্যান্যরা। সেখানে তারা সকলের সঙ্গে ভোগ খান। বিধায়ক অলক কুমার মাঝি বলেন মুখ্যমন্ত্রী একটি ঐতিহাসিক কাজ করে দেখালেন। এটি একটি মাইল স্টোন হয়ে থাকবে। তিনি জয় জগন্নাথ বলে জয়ধ্বনি করেন। মেহেমুদ খাঁন বলেন দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন দেখতে হাজারে হাজারে মানুষ সেখানে গেছেন। ব্লকের সমস্ত অঞ্চলে টা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। চলছে ভোগ বিতরণ, মিষ্টি বিতরণ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান মেহেমুদ খাঁন।

e-TENDER NOTICE

Memo No: 137/JJ-IGP/2025 Date: 30/04/2025

NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/ JJ-I/NIT(e)-04/2025-26

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Download/Sale: from **30/04/2025 6:30 pm to 13/05/2025 1:30 pm**. 2. Date and time of Bid Submission: from **30/04/2025 6:30 pm to 13/05/2025 01:30 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **15/05/2025 at 02:00 PM.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist - Purulia

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/২৯, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা; বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় নিম্নরূপ ঃ ১; ০৭২৪৫০৩০;** স্পেসিফিকেশন আইএস ৩৯৫৪ (১৯৯১), ড্রইং নং এসআই/এস অ্যান্ড টি/১/২৪ শীট ১/৭ ও ৭/৭ অনুযায়ী ইলং গেটেড ২টি হোল সহ এম এস চ্যানেল ১০০x৫০x৫x৩০০ মিমি. সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৬১,৮২০ টাকা। **২; ১২২৫৫২৩৭;** বিসিএম-এর জন্য মেইন কনভেয়র বেল্ট ড্রাইভ মোটর; ০ টাকা এবং ১,০৭,০৯০ টাকা। **৩; ১২২৫৫২৩৯;** বিসিএম-এর জন্য ক্লাচ কাপলিং; ০ টাকা; ১,৮৭,২৩০ টাকা এবং ১৩.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। **৪; ২১২৫১৩১৭;** ডোর অপারেটিং কমপ্লীট ইত্যাদি; ০ টাকা এবং ১,১৪,৯৯০ টাকা। **৫; ২১২৫১৩৮৫;** নাকেল পিভট পিন ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,০২,৩৪০ টাকা এবং ১৪.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৪ ও ৫-এর জন্য)। **৬; ০৪২৪৫০৩১এ;** লিফটিং-এর সময় প্যাডের সাথে লিফটিং ক্লো-এর খুব সহজ ফিটমেন্ট সহ জ্যাকের ফ্রি মুভমেন্টের উদ্দেশ্যে বেস প্লেটের সাথে ২৫ টন ইউনিভার্সাল জেএমপি-জ্যাক-এর জন্য সাইডহুইল ও রিয়ার হুইল কম্পোনেন্ট এবং স্প্রিং-লোডেড হুইল অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেম-এর ফিটমেন্ট ও সরবরাহ। জেএমপি এসকে. নং-২৫টি/জেএমপি/জেএসকে/০১/২০২৪ অনুসারে কমপ্লীট মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে অফলোডের সময় জ্যাক হুইল-এর উপর স্থিত থাকবে ও লোডের সময় জ্যাক নিজে থেকেই বেস ফ্রেমের উপর স্থানান্তরিত হবে, পরিমাণ ঃ ৫টি সমন্বিত ১টি সেট (উল্লিখিত ড্রইং অনুসারে সকল আইটেম সমন্বিত ১টির জন্য); ০ টাকা এবং ২,৫৯,৭১০ টাকা। **৭; ১১২৪১৪১৬এ;** ভিতরের ডাস্টবিন (বায়ো-টয়লেটে লাগানো কোচগুলির জন্য) ইত্যাদি; ০ টাকা এবং ১,৫৭,৯০০ টাকা। **৮; ১২২৫১০৬৯;** আরডিএসও টি-১৮৯৯ অনুসারে ৬০ কেজি-র জন্য ফিস বোল্ট ও নাট; ০ টাকা এবং ৩,৫৯,৯৮০ টাকা। **৯; ১৫২৪৫০২৮সি;** ৩০০ সিএফএম ক্ষমতার রোটিরি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রিভন এয়ার-কম্প্রেসর সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা এবং ১,২৬,০২০ টাকা। **১০; ১৫২৪৫০৮৬এ;** ডিভিসনাল রেলওয়ে হসপিটাল, আসানসোল-এ মডিউলার ওটি; ০ টাকা এবং ১,৩২,৮৬০ টাকা। **১১; ১৫২৪৫১০৯এ;** রোটরি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রিভন এয়ার কম্প্রেসর সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ, রোটারি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রিভন এয়ার কম্প্রেসর; ০ টাকা এবং ১,৭৫,৮২০ টাকা। **১২; ১৫২৫৫০১১এ;** স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ ইত্যাদি; ০ টাকা এবং ৫,৩৪,১৬০ টাকা। **১৩; ২১২৫১৪২০এ;** ন্যারো জ অ্যাডাপটার ইত্যাদি; ০ টাকা এবং ৭,০৪,৫৮০ টাকা। **১৪; ২১২৫১৪৭৫;** প্রাইমারি ব্রেক বীম অ্যাসেম্বলি; ০ টাকা এবং ২,২৪,৮০০ টাকা। **১৫; ২২২৫১০৩৯;** ইঞ্জেকশন মেরোপিনেম ১ গ্রা. প্রতি ভায়াল; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ৬ থেকে ১৫ প্রতিটির জন্য)। **১৬; ১০২৪১১৬৬এ;** এইচএস ১৫২৫০ ট্রাকশন আর্মেচার-এর জন্য কমিউটেটর; ০ টাকা এবং ১,৬৪,৭৩০ টাকা। **১৭; ১৫২৫৫০২২;** সংযোজিত স্পেসিফিকেশন অনুসারে হাইড্রলিক রিরেইলিং ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা এবং ২,৭৬,৪৫০ টাকা। **১৮; ১৯২৫১০৮৪;** ডিজেল লোকো স্টার্টার ব্যাটারি ৮ ভোল্ট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ৮,৪১,৫৬০ টাকা এবং ২০.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১৬ থেকে ১৮ প্রতিটির জন্য)। **১৯; ১২২৫১০৯৭;** ৫২ কেজি অবটিউস ক্রসিং ১ ইন ৮.৫ ড্রইং নং টি-৫২৬৫/১; ০ টাকা; ২,৬৫,৫০০ টাকা এবং ২১.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২০; ১০২৫১০৪৯;** কী বক্স সহ আর্থিং সুইচ (এইচওএম) ইত্যাদি; ০ টাকা এবং ১,০৪,১৮০ টাকা। **২১; ১০২৫২২৮৯;** ট্রাকশন মোটর টেম্পারেচার সেন্সর; ০ টাকা এবং ১,৩১,২২০ টাকা। **২২; ১০২৫২৩৯১;** পীৎ লোকো-র জন্য অ্যাক্সেল ড্যাম্পার; ০ টাকা এবং ১,৩৫,৩৭০ টাকা। **২৩; ১০২৫২৩৯২বি;** ডব্লুএপি৭ লোকোমোটিভগুলির জন্য ভার্টিকাল ড্যাম্পার; ০ টাকা এবং ১,৪৪,০৬০ টাকা। **২৪; ২০২৪২১৯৯এ;** সংযোজিত অ্যানেক্সার অনুসারে ১১টি আইটেম সমন্বিত ৬০০ কেজি x ৬০০ কেজি ক্ষমতার এসকর্টস নির্মিত টিভি টাইপ শক অ্যাবসর্ভার (টিভি ৬০০)-এর জন্য পিওএইচ কিট; ০ টাকা; ১,৪৯,০৫০ টাকা এবং ২২.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ২০ থেকে ২৪ প্রতিটির জন্য)। **২৫; ১০২৫২৩৩৭;** ইএলজিআই নির্মিত কম্প্রেসর-এর জন্য এওএইচ কিট-এর সেট ইত্যাদি; ০ টাকা এবং ৫,৫৭,৬১০ টাকা। **২৬; ১১২৫১৭৭৭;** ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাঙ্ক; ০ টাকা; ৩,৩৫,০২০ টাকা এবং ২৬.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ২৫ ও ২৬-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-07/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

চিতার হামলায় আহত তিনজন

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৩০ এপ্রিল ঃ গতকাল রাতে মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটার কলাবাড়ি চাবাগানে চিতাবাঘের আকস্মিক আক্রমণে তিনজন আহত হন। দুটি পৃথক ঘটনায় এই হামলা ঘটে চাবাগানের আট নম্বর সেকশনের রাস্তায়। প্রথম ঘটনায়, এক চলন্ত বাইকে থাকা জামাই রাম রহমান আলী (৩৪) ও তার শাশুড়ি রহিমা খাতুন (৫০)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। দ্বিতীয় ঘটনায়, চাবাগানের চৌকিদার রঞ্জিত ওরাও-এর ওপর হামলা চালায় বাঘটি যখন তিনি ও তার বন্ধু সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। চৈতন ওরাও বলেছেন, আমার জামাই যখন সাইকেলে চেপে যাচ্ছিল তখন চিতা বাঘ বাইকের পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ওর কাছে লাঠি ছিল সেটা ছুঁড়ে মেরেছে।' স্থানীয়দের মধ্যে চিতাবাঘের আতঙ্ক চরমে পৌঁছেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শোভা দেবী নাগ স্বামী-শ্রী বৈজনাথ প্রসাদ নাগ, ঠিকানা-১১ নং অরফ্যানগঞ্জ রোড, খিদিরপুর, কোল-২৩।
আমি 4849/2003 নং দলিল বলে ২ কাঠা জমি ক্রয় করি একটি Power-এর মাধ্যমে। Power No-110/ 2002, Power Holder-Susanta Kumar Naskar , মৌজা গোপালপুর, জে.এল.-১০১, আর.এস. দাগ নং-২৭২০, আর.এস. খতিয়ান-৩২৪
আমি শ্রী শঙ্কর নাগ এবং ভাই শ্রী শম্ভু নাগ পিতা-শ্রী হীরালাল নাগ, ঠিকানা-১১ নং অরফ্যানগঞ্জ রোড, খিদিরপুর, কোল-২৩।
আমরা দানপত্র 6971/ 2020 নং দলিল বলে মায়ের কাছ থেকে জমি পাই। মা-শ্যামা দেবী নাগ 3681/2002 নং দলিল বলে Power Holder সুশান্ত কুমার নস্কর এর কাছ থেকে 110/2002 নং Power দলিল বলে ২ কাঠা ৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট জমি ক্রয় করে। মৌজা গোপালপুর, জে.এল.-১০১, আর.এস. দাগ-২৭২১, আর.এস. খতিয়ান-৩২৪।
আমরা নিজনামে BL & LRO-তে Record করাবো। কারুর কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞাপনের ১ মাসের মধ্যে জানাতে হবে। ঠিকানা-৫ নং, এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৩, রুম-৩২৮, মেল-bllroatm@gmail.com

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৪ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/১/ নিউ জলপাইগুড়ির অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-তে কভার শেড, গার্ড ওয়াল, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড এবং ড্রেনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১৩,২৩,০৩,১৪৯.৭৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮,১১,৫০০.০০ টাকা। **২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়িঃ টিএমডি/নিউ জলপাইগুড়িতে রেক মেশিন কর্মীদের জন্য পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন টয়লেট, পানীয় জল এবং বিশ্রামের সুবিধা ইত্যাদির আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৬৩,৭৯,৫২২.৯১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৮১,৯০০.০০ টাকা। **৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিউ জলপাইগুড়িতেঃ এসএসই/ওয়ার্কস/নিউ জলপাইগুড়ির অধিক্ষেত্রের অধীনে পুরুষ, মহিলা ওয়ার্ড, ওটি, শিশু ওয়ার্ড এবং টয়লেট কমপ্লেক্স রেলওয়ে হাসপাতালের আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,০৬,৫৮,৫৪৪.৫৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৫৩,৩০০.০০ টাকা। **৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (১) আরপিএফ ব্যারাক রাঙ্গাপানি ২০২৪-এর আপগ্রেডেশন/সংস্কার। (২) ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (৪০০ মিটার) এবং কনসেন্টিনা তার দিয়ে সমস্ত সীমানা প্রাচীর (২০০০ মিটার) এলাকা নির্মাণ এবং বেড়া দেওয়া। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৭,২৫,৭৩১.৬২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,২৮,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৬-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৬-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০২-২৫-২৬, তারিখঃ ২৬.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচড়াপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নংঃ কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০২-২৫-২৬। বিবরণঃ** ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের ক্যাব ইন্টেরিয়র-এর পরিবর্তন, পরিমাণ-৫টি লোকো (অর্থাৎ ৩টি কনভেনশনাল লোকো এবং ২টি ৩-ফেজ লোকো)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৪৮,৩৮,৪২৩ টাকা, জিএসটি ও অন্যান্য চার্জ সহ। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৩ মাস। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MISC-34/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৫৭-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, পশ্চিম বর্দ্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এমন অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, অংশীদারী সংস্থা ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৫৭-২০২৪। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে নিউ অন্ডাল ডিএফসিসি চেনেজ ১৮৯.৯৯২ (অন্ডাল-কিমি-১৮৯.৬৫) থেকে কালীপাহাড়ী ডিএফসিসি চেনেজ ২০৫.৭৭৮ (কালীপাহাড়ী-কিমি ২০৫ ব্যতিরেকে) পর্যন্ত মাল্টিট্র্যাকিং ডিএফসিসিআইএল কাজ সম্পর্কিত ২x২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার, অ্যালুমিনিয়াম ফিডার ওয়্যার, এইসি আর্থিং ও বিইসি আর্থিং-এর ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩৫,৫৬,০১,৪৭০। **বায়নামূল্য ঃ** ১৯,২৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩০ (ত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৫.২০২৫ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত "টেন্ডার নথির মূল্য" ও "বায়নামূল্য" বাবদ অনলাইনে অর্থপ্রদানের পরে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে ও সেখানে বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত সকল নথি সহ ও সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই ও কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য হবে ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার নথি, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী, যদি থাকে এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পশ্চিম বর্দ্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১-এর নোটিশবোর্ডেও এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-05/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the SOMPARA-II GRAM PANCHAYAT
(UNDER BELDANGA- II DEV. BLOCK)
Vill + P.O-MILKI:: P.S - Saktipur::DIST – MURSHIDABAD
TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for **NIT No-02/25-26/ Som-II G.P up to 06.05.25 17;00 hrs.** for others details visit website – **https://wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P

Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

NOTICE
HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LTD.
Registered office: Fortuna Tower, 23-A, Netaji Subhas Road, Suite No. 15, 8th Floor, Kolkata, West Bengal - 700001

Notice is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the company has been lost/misplaced and the holder of the said securities/applicants has applied to the company to issue duplicate certificate.
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation.

Name of the holder	Folio No.	No. of shares (Re.1/- F.V)	Certificate No.(s)	Distinctive No.(s)
Gautam Banerjee	B\04025	1000	6732	376904721 - 376905720

Place: Kolkata, Date : 01/May/2025 **Gautam Banerjee**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XIII, KMC** invites e-Quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/115/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 04 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) Hafiz Md. Ishaque Road area, 2) Taramoni Ghat Road area 3) Putiary Banerjee Para Road area and 4) Banamali Banerjee Road area in Ward No. - 115.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 4,800.00. is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**.

(2) NIT No. : KMC/XIII/116/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) Tal Pukur near hydro carbon gally area and 2) P.N.Mitra Lane (Dhapar Math) in Ward No. - 116.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00. is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**.

(3) NIT No. : KMC/XIII/117/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) Indira pally bustee area and 2) Gobar Jhuri bustee area in Ward No. - 117.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00. is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**.

(4) NIT No. : KMC/XIII/118/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) S.N.Roy Road (Banstala Bustee) area and 2) Nepali bustee area in Ward No. - 118.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00. is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**.

(5) NIT No. : KMC/XIII/119/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) Shil Thakur Bari Road area and 2) D.H.Road near Behala Police Station in Ward No. - 119.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00. is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**.

(6) NIT No. : KMC/XIII/120/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 02 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) Sisir Bagan Road area and 2) Cocola Bagan Park area in Ward No. - 120.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 2,400.00. is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**.

(7) NIT No. : KMC/XIII/122/PUMP/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supplying, Installing, Operating of 08 No. of pump sets of 3 inch DIA at 1) Arabinda Pally area, 2) East Park area, 3) Doctor Bagan area, 4) Sukanta Pally area, 5) Ramkrishna Nagar area, 6) Surya Sen Pally area, 7) Mission Dhali Para area and 8) Rabindra Abasan area in Ward No. - 122.** Work Value: **Amount to be quoted**. Earnest Money: **Initially ₹ 9,600.00 is to be deposited online** (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender). Period of Completion: **150 Days**. Last date of Submission of Bid : **13.05.2025 (up to 11 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 7) Tender will be opened on : **15.05.2025 (11 a.m.)**(for Sl. No. 1 to 7) The bid forms and other details are available on and from : **03.05.2025 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 7) The website **https://etender.wb.nic.in**.(for Sl. No. 1 to 7)

The **Executive Engineer (C), Br-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/073/06/2025-2026
Name of work : **Restoration of bituminous road surface at 39/1 Kalighat Road to 17 Kalighat Road (Charak Danga More) with adjacent kerb channel in Ward No. 73.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,06,045.40**. Earnest Money: ₹ **4,200.00**. Period of Completion : **45 Days**.

(2) NIT No. : KMC/IX/078/003/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line at 3D, Mominpore Road 7B B.K.Road 34, Ekbalpore Road in Ward No.-78.** Estimated Amount(Including GST & CESS): ₹ **2,98,449.51**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/IX/078/005/2025-2026
Name of work : **Repairing of IP passage at 4/3, 3/1/8 B.K.Road and 13/1/B, 14/1 M.M.Ali Road adjacent area in Ward No. 78.** Estimated Amount(Including GST & CESS): ₹ **2,95,595.45**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **13.05.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 3) Tender will be opened on: **15.05.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 to 3)

(4) NIT No. : KMC/IX/071/016/2025-2026/R
Name of work : **Restoration of road surface and IP footpath at 1, 29/1, 32 Debendra Ghosh Road and different area in Ward No. 071.** Estimate Amount(Including GST & CESS): ₹ **2,99,941.65**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

(5) NIT No. : IX/071/089/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee drainage at 26 Rupnarayan Nandan Lane, 10, Kundu Lane in Ward No. 71.** Estimate Amount(Including GST & CESS): ₹ **2,70,940.84**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion : **60 Days**.

(6) NIT No. : KMC/IX/071/012/2025-2026/R
Name of work : **Maintenance of footpath paver block by relaying at Sambhunath Pandit Street Northern and Southern both flank in Ward No. 071.** Estimate Amount(Including GST & CESS): ₹ **2,99,642.93**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **10.05.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 4 to 6) Tender will be opened on: **13.05.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 4 to 6) The bid forms and other details are available on and from **30.04.2025 (5 p.m.)**(for Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6) **(147/25-26)**

বিনোদন

তারকাদের সতর্ক করলেন পরিচালক

অনেক দিন ধরেই হিন্দি সিনেমার দুরবস্থা। ২০২৩ সালে কিছু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এখন আবারও বলিউডের শনির দশা। ঈদের মতো বড় উৎসবে মুক্তি পেয়েও সালমান খানের মতো বড় তারকার সিনেমা বেহাল। কিছুদিন আগেই নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ বলেছিলেন, বলিউডের দুর্দশার মূল কারণ, বড় তারকার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক। এবার একই বিষয়ে কথা বললেন পরিচালক সুজিত সরকার। সাক্ষাৎকারে সুজিত বলেন, পারিশ্রমিক না কমালে বড় তারকাদের কেউ আর সিনেমায় নেবে না। 'ভিকি ডোনার', 'পিকু', 'অক্টোবর', 'মাদ্রাজ ক্যাফে' নির্মাতা সুজিত মাঝারি বাজেটে সিনেমা বানান। নিজের সিনেমায় বড় তারকাদের সাধারণত নেন না। ফলে তাঁর বেশির ভাগ সিনেমাই মুক্তির পর লগ্নি তুলে আনে। কিন্তু এখন বলিউডের প্রথম সারির শিল্পীর এত বেশি পারিশ্রমিক হাঁকছেন যে সিনেমার বাজেটের বড় অংশ চলে যাচ্ছে তাঁদের পেছনেই। 'জনপ্রিয় শিল্পীদের উচিত পারিশ্রমিক কমানো। তাঁরা যদি এটা না করেন, তাহলে নির্মাতারা তাঁদের নতুন কাজের প্রস্তাব দেবেন না।' বলেন সুজিত। এই নির্মাতা বলেন, তাঁর ছবিতে যাঁরা কাজ করতে চান, তাঁরা ভালো করেই বাজেট সম্পর্কে ধারণা রাখেন। কেউ বাড়তি পারিশ্রমিক দাবি করেন না। বলিউডের এমন মন্দার বাজারে তারকাদের পারিশ্রমিক পুনর্নির্ধারণের পরামর্শ সুজিতের। 'এখন এমন একটা কঠিন সময় যে নির্মাতাদের অবশ্যই লগ্নি তুলে আনতে কম বাজেটে সিনেমা বানাতে হবে।

তাই জনপ্রিয় তারকারা পারিশ্রমিক না কমালে আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে।' বলেন সুজিত। এএনআইকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকারে নিজের উদাহরণ দিয়ে সুজিত বলেন, তাঁর চেষ্টা থাকে সাধ্যের মধ্যেই সিনেমা শেষ করার। কারণ, একটি সিনেমার সঙ্গে অনেক মানুষ জড়িত, মুক্তির পর ছবি হিট হলে সবার জন্যই মঙ্গলজনক। নির্মাতাদের সিনেমার বিষয় বাছাই ও নির্মাণে কৌশলী হওয়ার আহ্বান জানান যেন অল্প বাজেটেই সেটা তৈরি করা যায়। সুজিত পরিচালিত সর্বশেষ সিনেমা 'আই ওয়ান্ট টু টক' গত বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ডাহা ফ্লপ করে, সমালোচকদের তেমন প্রশংসা পায়নি। সুজিত জানান, সিনেমার এমন ফল তাঁকে হতাশ করেছে। এদিকে একের পর এক বড় তারকার সিনেমার ব্যর্থতা ভাবাচ্ছে বলিউড সংশ্লিষ্ট সবাইকে। চিত্রনাট্যকারদের সংগঠনের প্রধান আনজুম রাজাবলি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আপনি বড় তারকাদের পেছনে এত খরচ করছেন কিন্তু তারা একটার পর একটা ফ্লপ উপহার দিচ্ছে। এখন অনেক বড় তারকাই কাজ পাচ্ছে না, কারণ প্রযোজকদের তাদের নেওয়ার সামর্থ্য নেই।'তারকাদের পারিশ্রমিক নিয়ে সবশেষ গোল বাঁধে কিছুদিন আগে, সানি দেওল অভিনীত 'জাট' সিনেমা মুক্তির সময়। ১০০ কোটি টাকা বাজেটের এ সিনেমার জন্য এক সানি দেওলই পারিশ্রমিক নিয়েছেন ৫০ কোটি !অথচ আড়াই বছর আগে 'গদার ২' মুক্তির সময় তাঁর পারিশ্রমিক ছিল আট কোটি। এক সিনেমা হিট হতেই ছয় গুণের বেশি নিজের পারিশ্রমিক বাড়িয়েছেন এই তারকা। কিন্তু মুক্তির পর সিনেমাটি প্রত্যাশামতো ব্যবসা করেনি।

রাধাবণ গ্রামের শুভশ্রী পাল সাংস্কৃতিক চর্চার কারিগর

যদি হও হতাশা
তখন শুভশ্রী ভরসা
আগ্রহের বিষয় বাচিকশিল্প। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার রাধাবণ গ্রামের বাসিন্দা অধ্যাপিকা শুভশ্রী পাল। ছোটবেলায় আবৃত্তি, নৃত্য, অঙ্কন শিখতেন। বেতার দূরদর্শনের ভক্ত। ছোট থেকেই শুরু সাংস্কৃতিক চর্চা। ২০২১ সালে বেসরকারি কলেজে চাকরি ছেড়ে সাংস্কৃতিক চর্চা নিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া শিল্পী, শ্রী ভারত সাংস্কৃতিক কলা মন্দির এর সর্বভারতীয় সভাপতি (শিল্প এবং নৈপুণ্য বিভাগ) অধ্যাপক দীপ মাইতির কাছে। ২০২২ সালে ওই গ্রামে শুরু শ্রী কলালয় কালচারাল স্কুল। মাধ্যম নিঃশুল্ক ভাবে দুঃস্থ শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাশে থাকা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন স্কুলে এই কর্মশালা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সকল প্রকার সংস্কৃতিক বিষয়ে অনুষ্ঠান করে থাকেন। ছন্দ-সঞ্চালনায়, প্রতিবেদনে, প্রতিবাদে, সমাজসেবায়, কাব্য লেখাতে দিব্যি আছেন তিনি। রাধাবণ গ্রামের শুভশ্রী পাল-কে সাংস্কৃতিক চর্চার কারিগর বলে ডাকেন অনেকেই। বিচারকের ভূমিকাতে রয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকেও। বিচারকের আসনে প্রায় ৫০০ এর বেশি। প্রচুর পরিশ্রম ও অনেক আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া স্কুল,একটি প্রতিযোগিতা মূলক স্থানে পরিণত হয়। আশেপাশের মানুষ যাঁদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে কোনো ধারণা নেই তাঁরা এই বিষয়ে ব্যবসা শুরু করছে। বর্তমানে শুভশ্রী পাল ও দীপ মাইতি সকল সাংস্কৃতিক বিষয়ে সাথে ধর্মিয় গীতা, রামায়ণ বিষয়ে শিক্ষা দেন। শ্রী কোরিওগ্রাফিক্স ডান্স ওয়ার্ল্ড ও শুভশ্রী ডান্স গ্রুপ দুঃস্থ শিল্পীরা পড়াশুনা ও ইচ্ছা পূরণ করে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলাতে চলছে এই সাংস্কৃতিক চর্চা। তিনি জানান সাংস্কৃতিক চর্চা হারিয়ে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক চর্চায় মেতে রাখতে এবং যাতে এটি ব্যবসায় পরিণত না হয় তাই এই উদ্যোগ। স্কুল, কলেজ বা কোন সংস্থা সাংস্কৃতিক বিষয়ে যদি আমন্ত্রিত করে আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব।

অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করেছেন দর্শক

সদ্য মুক্তি পাওয়া নতুন দুই সিনেমায় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে ভিন্নভাবে আবিষ্কার করেছেন দর্শক। সিনেমায় আইটেম গান ও অন্তরঙ্গ দৃশ্যে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন শ্রাবন্তী। 'আড়ি' ও 'আমার বস'দুই ছবিতেই আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রাবন্তী। অনেক দিন পর 'আড়ি' ছবিতে আইটেম গানে নাচলেন শ্রাবন্তী। ইতিমধ্যেই শ্রাবন্তীর 'ডাকাত পড়েছে' আলোচিত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। পাশাপাশি 'আমার বস' ছবিতে শ্রাবন্তী ধরা দিলেন সাহসী দৃশ্যে। অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছবিতে শ্রাবন্তীর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। তাঁকে পর্দায় এর আগে এমন দৃশ্যে দেখা যায়নি। অভিনেত্রী বলছেন, এই দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে সংশয়ে ভোগেননি তিনি। 'আমার বস' ছবির 'মালাচন্দন' গানটিতে শ্রাবন্তী ও শিবপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য রয়েছে। জয় গোস্বামীর লেখা 'ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ' কবিতাটি নায়িকার পিঠে লিখলেন পরিচালক। শ্রাবন্তী বলেন, 'এমন একটা গান নিজের ক্যারিয়ারে পেয়ে আমি আপ্লুত। শুধু তা-ই নয়, কাজটা করার সময় এক ফোঁটা অস্বস্তি হয়নি। আসলে পেশাদারদের দিয়ে পুরো কাজটা করা হয়। চুমু খেয়েই যে প্রেম নিবেদন হয় তা নয়, এভাবেও একটা প্রেমের মুহূর্ত বোনা যায়। তার জন্য শিবুদাদের গোটা টিমকে কুর্নিশ। তার ওপর জয় গোস্বামীর কবিতা, কী বলব আর।' একইভাবে 'ডাকাত পড়েছে' গানটি দর্শকদের ভালো লাগছে দেখে খুশি শ্রাবন্তী।

টানা ১৯ দিন বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা, বাতিল প্রায় ২০০-র বেশি লোকাল, ২৭ টি এক্সপ্রেস ট্রেন, ভোগান্তি বাড়বে

দুরন্ত বার্তা, ৩০ এপ্রিল ঃ টানা ১৯ দিন হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে বিপর্যস্ত হতে চলেছে রেল পরিষেবা! বাতিল দুই শতাধিক লোকাল ও একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের অধীন সাঁতরাগাছি স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং প্রি - প্রি এনআই (প্রি নন-ইন্টারলকিং)-র কাজ চলবে আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ১৮ মে, টানা ১৯ দিন। আর সেজন্যই ৩০ এপ্রিল, বুধবার থেকে ১৮ মে পর্যন্ত খড়গপুর ডিভিশনের অধীন হাওড়া - খড়্গপুর লাইনে প্রায় দুই শতাধিক লোকাল ট্রেন এবং প্রায় ২৭টি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া, একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ও সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

গত মার্চ মাসেই এই সংক্রান্ত প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছিল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের তরফে। যাত্রীদের সুবিধার্থে মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আবারও একবার এই প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম (ঋগু. ত্বক্ত্ত্ব)-র পক্ষ থেকে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২ মে থেকে ১৮ মে-র মধ্যে প্রায় ২৭টি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে ১৫ টি এক্সপ্রেস ট্রেনের এবং লোকাল, এক্সপ্রেস মিলিয়ে প্রায় ২৪ টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে।

এছাড়াও, ৩০ এপ্রিল থেকে ১৮ মে-র মধ্যে মোট ২১২টি লোকাল ট্রেন বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে, ১৭ মে সর্বাধিক ৫৮ টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। ৩ মে ২১টি, ৭ মে ১৯টি, ১১ মে ৩৬ টি এবং ১৮ মে ৩২টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। এই সময়কালের মধ্যে ১২, ১৩ ও ১৪ মে লোকাল ট্রেনের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কবে, কতগুলি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে, ৩০ এপ্রিল- ৪টি ১ মে- ৬টি ২ মে- ৩টি ৩ মে- ২১ টি ৫ মে- ৪টি ৬ মে- ১টি ৭ মে- ১৯টি ৮ মে- ১টি ৯ মে- ৬টি ১০ মে- ৫টি ১১ মে- ৩৬ টি ১২ , ১৩ ও ১৪ মে লোকাল ট্রেনের পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।

১৫ মে ও ১৬ মে- ৮টি করে লোকাল বাতিল করা হচ্ছেন। ১৭ মে- সর্বাধিক ৫৮ টি লোকাল বাতিল করা হচ্ছে। ১৮ মে- ৩২টি লোকাল বাতিল করা হচ্ছে।

হাসপাতালে অভিনেতা

পায়ের চোট নিয়ে চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা অজিত কুমার। মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মভূষণ গ্রহণ করতে দিল্লিতে গিয়েছিলেন এই অভিনেতা। সেখান থেকে ফেরার পথে চেন্নাই বিমানবন্দরে তাঁকে একপলক দেখতে ভক্তরা ঘিরে ধরেন। আর এ ভিড়ের মধ্যেই পায়ে আঘাত পান তিনি। এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ফিজিওথেরাপি চলছে। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অজিত কুমারের চোটের বিষয়ে তাঁর মুখপাত্র জানিয়েছে, চেন্নাই বিমানবন্দরে ভক্তরা ঘিরে ধরেন অজিতকে। তাঁকে একটু কাছ থেকে দেখতে হুড়োহুড়ি লেগে যায় সেখানে।

গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে যাত্রী ভ্রমণে সহায়ক পূর্ব রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

২,০৭,৬০০-এরও বেশি বার্থ ও ৪৬,৮৫২টি আসন উপলব্ধ হয়েছে

কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ গ্রীষ্মকালীন মরসুমে যাত্রীদের ব্যাপক ভ্রমণ চাহিদা মেটাতে পূর্ব রেলওয়ে সারা দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে এক বিস্তৃত পরিসরের গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালু করেছে, যা যাত্রীদের জন্য সময়োপযোগী, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করছে।পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ, হাওড়া, কলকাতা, আসানসোল ও মালদা টাউন স্টেশন থেকে ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে ১৯ জোড়া গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। গ্রীষ্মকালীন মরসুমে দীর্ঘ ওয়েটিং লিস্ট থাকার জন্য এই বিশেষ ট্রেনগুলির মাধ্যমে ৪৬,৮৫২টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং স্লিপার, ২ এসি ও ৩ এসি শ্রেণিতে ২,০৭,৬০০টি বার্থ উপলব্ধ হয়েছে যা যাত্রীদের জনপ্রিয় ভ্রমণ স্থান গুলিতে স্বাচ্ছন্দে যাতায়াতে সুবিধা প্রদান করবে ।

এই ট্রেনগুলি নিম্নরূপঃ ০১১৪৫-০১১৪৬ ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস - আসানসোল ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস, ০৩০৪৩-০৩০৪৪ হাওড়া রক্সৌল হাওড়া, ০৩০১১-০৩০১২ হাওড়া আনন্দ বিহার হাওড়া, ০৩০৪৫-০৩০৪৬ হাওড়া রক্সৌল হাওড়া, ০৩১৩৫-০৩১৩৬ কলকাতা পাটনা কলকাতা, ০৩১৩১-০৩১৩২ শিয়ালদহ গোরক্ষপুর শিয়ালদহ, ০৩০০৭-০৩০০৮ হাওড়া খাতিপুরা হাওড়া, ০৩০২৭-০৩০২৮ হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি হাওড়া, ০৩১০৫-০৩১০৬ শিয়ালদহ জাগিরোড শিয়ালদহ, ০৩১০১-০৩১০২ কলকাতা পুরী কলকাতা, ০৩৪৩৫-০৩৪৩৬ মালদা টাউন আনন্দ বিহার মালদা টাউন, ০৩৪১৩-০৩৪১৪ মালদা টাউন দিল্লি মালদা টাউন, ০৩৪১৭-০৩৪১৮ মালদা টাউন উদনা মালদা টাউন, ০৪১৫৩-০৪১৫৪ কানপুর সেন্ট্রাল কলকাতা কানপুর সেন্ট্রাল, ০২০২৪-০২০২৩ পাটনা হাওড়া পাটনা, ০৫৯৩২-০৫৯৩১ ডিব্রুগড় কলকাতা ডিব্রুগড়, ০৫৬৩৯-০৫৬৪০ শিলচর কলকাতা শিলচর, ০৬৫৬৫-০৬৫৬৬ এসএমভিবি বেঙ্গালুরু মালদা টাউন এসএমভিবি বেঙ্গালুরু, ০৩৪৬৫-০৩৪৬৬ মালদা টাউন দিঘা মালদা টাউন।পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপদ, সময়ানুগ ও আরামদায়ক যাত্রার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

গ্রীষ্মকালীন মরসুমে যাত্রীদের ভ্রমণ চাহিদা পূরণে এই অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। যাত্রীদের এই ট্রেনগুলি ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নির্বিঘ্নে তাদের গ্রীষ্মকালীন সফর সম্পন্ন করতে পারেন।পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা যাত্রী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও একইভাবে যাত্রী সেবার মান আরও উন্নত করতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধলে ভারতীয় সেনার সঙ্গে থাকবে অসমের আমজনতাঃ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল ঃ পহেলগামে ইসলামিক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাঁধে, তা-হলে অসমের প্রতিটি নাগরিক ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে দাঁড়াবে, জোরের সঙ্গে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রথম দফার পঞ্চায়েত নির্বাচনের সরব প্রচারণার শেষ দিন আজ বুধবার গোয়ালপাড়ায় নির্বাচনী সমাবেশে উদাত্ত কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আগামী কয়েক মাস দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মানুষ কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য করবেন। নির্বাচনী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা আরও বলেন, 'আমরা সকলেই জানি, কীভাবে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা গত সপ্তাহে পহেলগামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সন্ত্রাসীদের বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাড়া করে নিকাশ করা হবে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাঁদের (নিহতদের) ন্যায়বিচার করবে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তবে আমরা জানি না, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হবে কিনা। তবে যদি যুদ্ধ হয়, তা-হলে অসমের প্রতিটি মানুষ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাশে দাঁড়াবে।' ড. শর্মা বলেন, আগামী এক বা দু মাস দেশের জন্য পরীক্ষার সময়। তিনি বলেন, 'আমাদের ভারত মাতার কপালে বিজয় তিলক পরাতে হবে। নির্বাচনের সময়, রাজনৈতিক কারণে আমরা হয়তো এক বা অন্য দলকে সমর্থন করি। কিন্তু যখন যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসে, তখন আমরা সকলেই প্রথমে ভারতীয়। দেশের জন্য আমাদের সবধরনের প্রার্থনা ও সাহায্য করতে হবে।' ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও বলেন, 'বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার রাজ্য তথা দেশে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করা হয়েছে।' বলেন, 'বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের আদিবাসীরা নিরাপদ বোধ করতে শুরু করেছেন। তাঁরা এখন খুব সুখি। ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, মানকাচরের মতো জায়গায় সব সম্প্রদায় শান্তিতে বসবাস করছেন। আমাদের মানুষ আগে নিরাপত্তাহীনতায় বসবাস করতেন।' আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং বিজেপিকে সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে আমাদের। আমরা যদি সামান্যতম ভুলও করি, তা-হলে আমরা কংগ্রেসের দিনে ফিরে যাব, অতএব সাবধান।' তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী কংগ্রাসের শাসনামলে বন্দুক এবং বিস্ফোরণ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এখন অসমিয়া এবং উপজাতিরা একই মঞ্চ ভাগ করে নিচ্ছেন। অসমিয়াভাষী এবং বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে, অথবা বাংলাভাষী এবং হিন্দিভাষী মানুষের মধ্যে কোনও বিরোধ এখন নেই। আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের আসল শত্রু কে। তাই তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে...' কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, 'যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ মাঝেমধ্যে কংগ্রেসকে ভোট দেন, তবে এবার তাঁরা বিরোধী দলকে সমর্থন করবেন না। সংখ্যালঘুদের বোঝা উচিত, বিজেপি সরকারের আমলে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।' আজকের পঞ্চায়েত নির্বাচনী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বিষয়েও বক্তব্য পেশ করেছেন। বলেন, সব কা সাথ, সব কা বিকাশ-এর মন্ত্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সর্বস্তরের নাগরিকদের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করছে। বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা, যুবা ও মহিলাদের জন্য প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি বহু সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরেছেন সমাবেশে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'আমাদের রাজ্যকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এর জন্য বিজেপির প্রতি আপনাদের অব্যাহত সমর্থন কামনা করছি।'

Name Change
I, PRTEMANKUR DAS (Old Name) S/O BISWANATH DAS Residing at Senjuti, Flat -A, 4th Floor, 1/234/6/A, Kalyannagar Co Operative society, Rahara, District - North 24 Parganas, Pin - 700112, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PREMANKUR DAS (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 30-04-2025. PRTEMANKUR DAS (Old Name) and PREMANKUR DAS (New Name) both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Bikash Gupta পিতা-Radheshyam Gupta ঠিকানা 143 Collin Street, PO Park Street, PS New Market, Kolkata-700016 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

Name Change
I, ISPAHANI PURKAIT (Old Name) S/O MAHAMMAD ALI PURKAIT Residing at Vill - South Kolorah P.o - Kolorah, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711411, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ESPAHANI PURKAIT (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 30-04-2025. ISPAHANI PURKAIT (Old Name) and ESPAHANI PURKAIT (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MST TAJKURA KHATUN (Old Name) D/O MD ABUL KALAM Residing at Vill+P.o - Upar Fatepur, P.s - Lalgola, District - Murshidabad, Pin - 742148, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TUMPA SAHA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 30-04-2025. MST TAJKURA KHATUN (Old Name) and TUMPA SAHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Pashupati Mandal S/o Narayan Mondal Residing at Vill+P.o - Kalaberiya, P.s - Bhagabanpur, District - East Medinipur, Pin- 721626 West Bengal India shall henceforth be known as Pashupati Mondal. I declare that Pashupati Mandal and Pashupati Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2025.

Name Change
I , Shaik Hasan Ali S/O- SK Erphan Ali resident of Vill- Keja, P.O.- Amadpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713154, have changed my name and shall henceforth be known as 'SK HASAN ALI' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 29/04/2025. That Shaik Hasan Ali and SK Hasan Ali are same and one identical person.

Name Change
I, Narayan Chandra Mandal S/o Late Mritunjay Mondal Residing at Vill+P.o - Kalaberiya, P.s - Bhagabanpur, District - East Medinipur, Pin- 721626 West Bengal India shall henceforth be known as Narayan Mondal. I declare that Narayan Chandra Mandal and Narayan Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2025.

Name Change
I, MUHAMMAD / MAHAMMAD NIYAZUDDIN (old name) son of SK SARFUDDIN residing at (Bamkra Khan Para PO- Bankra PS- Domjur Dist-Howrah Pin-711403 West Bengal) has changed my name shall be henforth be known as MOHAMMAD NIYAZUDDIN (new name) at Notary Public Howrah court West Bengal affidavit no.. 07/2025 Date 28/04/2025. MUHAMMAD / MAHAMMAD NIYAZUDDIN (old name) and MOHAMMAD NIYAZUDDIN (new name) are same and Identical person.

Name Change
I, Sandhya Rani Mandal D/o Late Adhar Mondal Residing at Vill+P.o - Kalaberiya, P.s - Bhagabanpur, District - East Medinipur, Pin- 721626 West Bengal India shall henceforth be known as Sandharani Mondal. I declare that Sandhya Rani Mandal and Sandharani Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2025.

Name Change
I, Badsa Sk (Old Name) S/O– Rafikul Sk resident of Vill-Barafkhana, Po-Rouashanbag, Ps- Murshidabad , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742164 do hereby decrale that I have changed my name from Badsa Sk to Badsha Sk and hencefort I shall be known as Badsha Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Badsha Sk & Badsa Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Uma Rani Mandal D/o Dhiren Bhunia Residing at Vill+P.o - Kalaberiya, P.s - Bhagabanpur, District - East Medinipur, Pin- 721626 West Bengal India shall henceforth be known as Uma Mondal. I declare that Uma Rani Mandal and Uma Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2025.

Name Change
I,Boby Mandal (Old Name) D/O– Dinobondhu Mondal resident of Vill & PO-Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Boby Mandal to Mondal Bobby and hencefort I shall be known as Mondal Bobby (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Mondal Bobby & Boby Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Sudeshna Sarkar Dey W/o Manish Chandra Dey Residing at 18/1A, Avenue East Modern Park, P.o - Santoshpur, P.s - Survey Park, District - Kolkata, Pin- 700075 West Bengal India shall henceforth be known as Sudeshna Sarkar. I declare that Sudeshna Sarkar Dey and Sudeshna Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2025.

Name Change
I,Nargis Khatun (Old Name) W/O– Ajijul Sk resident of Vill-Garabasa, Po & PS-Daulatabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302 do hereby decrale that I have changed my name from Nargis Khatun to Nargis Khatun Bibi and hencefort I shall be known as Nargis Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Nargis Khatun Bibi & Nargis Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Ruma Nandy (Old Name) W/o Subal Chandra Nandi Residing at BA 118, Flat No-2A, Pre-01/0120, Swapno Sagor CO.OP.HSG Soceity, Newtown AA 1B Kolkata, Newtown Action Area 1, District- North 24 Parganas, Pin-700163 West Bengal shall henceforth be known as Ruma Nandi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 41/2025 Dated 30-04-2025.Ruma Nandy (Old Name) and Ruma Nandi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Rafikul Islam (Old Name) S/O– Amer Ali Sekh resident of Vill- Barafhana Po-Roushanbag Ps- Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742164 do hereby decrale that I have changed my name from Rafikul Islam to Rafikul Sk and hencefort I shall be known as Rafikul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Rafikul Sk & Rafikul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Ajit Kumar Tandan (Old Name) S/o Pyare Lal Shaw Residing at Natun Diyara, P.o - Nayabad, P.s - Narendrapur, District- South 24 Parganas, Pin-700150 West Bengal have Changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Shaw (New Name) as declared before the Ld.Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 5232 Dated 29-04-2025. Ajit Kumar Tandan (Old Name) and Ajit Kumar Shaw (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sofia (Old Name) W/O– Year Nabi Mondal resident of Vill-Ramana Dadpur, Po-Dadpur, Ps-Rejinagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742189 do hereby decrale that I have changed my name from Sofia to Sofiya Bibi and hencefort I shall be known as Sofiya Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Sofiya Bibi & Sofia both are same and one identical person.

Name Change
I, Molla Arian Sazzad Sadatulla alias Md. Arian Sazzad Mollah (Old Name) S/o Sadatulla Alam Molla Residing at N000, Deulia Purbo Para, Deulia, Ajhapur, Memari, District- Purba Bardhaman, Pin - 713401 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Arian Sazzad Mollah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 39/2025 Dated 30-04-2025. Molla Arian Sazzad Sadatulla, Md. Arian Sazzad Mollah (Old Name) and Mohammad Arian Sazzad Mollah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sushil Chandra Biswas (Old Name) S/O– Kshitish Biswas resident of Vill-Dalla, Po-Habibpur, PS- Bamangola, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732138 do hereby decrale that I have changed my name from Sushil Chandra Biswas to Sushil Biswas and hencefort I shall be known as Sushil Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Sushil Biswas & Sushil Chandra Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Parimal Aich Majumdar (old name) son of Nikhil Majumder, residing at 353, R.R Plot, P.O.- E.K.T, P.S.- Anandapur, Kolkata- 700107, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Parimal Majumder (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 30/04/2025. Parimal Majumder (New Name) and Parimal Aich Majumdar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Umar Faruk (Old Name) S/O- Ohidul Sarkar resident of Vill-Tentulia Sarkar Para, Po-Tentulia, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302 do hereby decrale that I have changed my name from Umar Faruk to Umar Faruk Sarkar and hencefort I shall be known as Umar Faruk Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/04/2025 . My name Umar Faruk Sarkar & Umar Faruk both are same and one identical person.

Name Change
I,Khusreen Anwar,wife of Sk Anwar ALi, residing at 3A, Bengali Shah Warsi Lane, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata 700023, West Bengal, INDIA,That my actual name is Khusreen Anwar but in some places my name was wrongly recorded as Khusreen Bano in place of Khusreen Anwar.Khusreen Anwar and Khusreen Bano both are the same and one identical person as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/04/2025.

নিজের ফ্ল্যাটের ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়ি শহরের মিনুসিপাল্টি মার্কেট সংলগ্ন এলাকার একটি বহুতল আবাসন থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আবাসনের বাসিন্ধা ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, যার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ,ওনার নাম উজ্জ্বল বণিক(বাচ্চু) বয়স আনুমানিক ৫৬ , সামনেই একটি পান দোকান রয়েছে ওনার, এবং এই আবাসনের জমিটি ওনাদের পরিবারের, উনি বিয়ে করেন নি,একাই থাকতেন নিজের ফ্ল্যাটে। অপরদিকে ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসেন মৃত উজ্জ্বল বণিকের দাদা , বলেন প্রতি মাসে সংসার খরচ দিতাম, ছোটো বেলায় বাবা মারা গেছে, সবাইকে দেখে রাখতাম, আজকে একি হয়ে গেলো। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানিয় এক বাসিন্ধা বলেন, খুবই খারাপ লাগছে,কারন একই পাড়ার লোক, ওনাদের জমিতেই এই ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে, উনি বিয়ে করেন নি,একাই থাকতেন,তবে ওনার বোন,ভাই, অনানরা এই আবাসনেই থাকেন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় .কোতোয়ালি থানার পুলিশ, ঘরের মধ্যে ঝুলে থাকা উজ্জ্বল বণিকের নিথির দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অবৈধ সম্পর্কের জের, চলে লাঠিপেটা,মদ্যপ স্বামীকে খুন স্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ অবৈধ সম্পর্কের জের, মদ্যপ অবস্থায় বিবাহিত প্রেমিকার সাথে এক ঘরে ছিল স্বামী। আর এই খবর আসে স্ত্রীর কাছে। এরপরেই স্ত্রী হাতেনাতে ধরে ফেলে স্বামীকে। তারপর বেধড়ক লাঠিপেটা করা হয়। সেই অবস্থায় রাত ভর বাড়ির উঠনের মধ্যেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয় স্বামীকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আত্মীয়-স্বজন রা দেখেন বিষ্ণু বাকলা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপরই তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি মহাকুমার বিধাননগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পথ সচেতনতা জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিলঃ 'সাবধানে চালাও - জীবন বাঁচাও' অর্থাৎ রাজ্য সরকারের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' সংক্রান্ত এক পথ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। জামালপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে চকদিঘী গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে ওই পথ সচেতনতা সংক্রান্ত প্রচার করা হলো বুধবার। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়েন্ট বিডিও অরিন্দম চন্দ, আই এম ডাব্লিউ শুভাশীষ মুখার্জী,জেলা মোটর ভেইকলের আধিকারিক ও জামালপুর থানার পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন চকদিঘী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা। প্রথমে ছাত্রীদের নিয়ে একটি ব্যালি করে এলাকার মানুষদের এবং পরে রাস্তার পথ চলতি মানুষদের ও সচেতন করা হয়। জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ভূতনাথ বাবু বলেন, সরকারের পক্ষথেকে সাধারণ মানুষদের পথ নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সচেতন করতে পারলে ওরা যেমন নিজেরা সচেতন হবে, তেমনই ওরা ওদের পরিবার ও পড়শিদের সচেতন করতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে সরগরম মানিকচক

দুরন্ত বার্তা, মানিকচক, ৩০ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রীতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে সরগরম মানিকচক। মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ৪৬ জন ছাত্রীর কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকাতে তছরুপের অভিযোগ উঠে উক্ত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক তথা মানিকচক ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সুনন্দ মজুমদারের বিরুদ্ধে।এই মর্মে মানিকচক ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের তরফে। শুধু তাই নয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা সফরের সময়ে কন্যাশ্রী বঞ্চিত ছাত্রীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে হকের টাকা দাবি করে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে লিখিত অভিযোগ হলেও এখন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা হকের টাকা পাওয়া তো দূর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ হয়নি বলে অভিযোগ বঞ্চিত ছাত্রীদের। সোমবার এসএফআই এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে কন্যাশ্রী বঞ্চিত ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন। প্রথমে ছাত্রীদের বাড়ি যান। তারপর বিদ্যালয়ে গিয়ে অফিসের দরজায় বসে পড়েন। হকের টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবি তুলে স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশ প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আইনজীবীদের আইনিপরামর্শ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এস এফ আই এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন,'মেয়েদের হকের কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছে তৃণমূল নেতা তথা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্প তৃণমূল নেতাদের চুরি করার জন্যই বানানো হয়েছে। ৪৬ জন ছাত্রীর টাকা মেরে পালিয়ে আছে অভিযুক্ত। অথচ প্রশাসন কিছুই করছে না। পুলিশ প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমরা আইনজীবীদের আইনি পরামর্শ অনুযায়ী হাইকোর্টে মামলা করবো।' কন্যাশ্রী বঞ্চিত ছাত্রী পায়েল খাতুনের বক্তব্য,'আমাদের হকের টাকা সহকারি প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার চুরি করেছে। প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। আজ এসএফআই এর রাজ্য সম্পাদক এসেছিলেন।

পুলিশের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে আদিবাসীদের থানা ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ পুলিশের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে আদিবাসীদের থানা ঘেরাও। মাদল বাজিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসীদের। মালদা থানা ঘেরাও। উত্তেজনা। আদিবাসী ভারত মহাসভা সংগঠনভুক্ত আদিবাসীদের বিক্ষোভ । ওল্ড মালদায় মিছিল করা হয়। আদিবাসীদের এই মিছিল বিভিন্ন পথ ঘুরে মালদা থানার সামনে পৌঁছায়। থানার গেটের সামনে শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন আদিবাসী ভারত মহাসভার জেলা সম্পাদক সাজলা মুর্মু। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আদিবাসী ভারত মহাসভার প্রতিনিধিরা কোন কাজ নিয়ে থানায় আসলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। অকারণে আদিবাসীদের পুলিশ হয়রান করে।

চক্রধরপুর ডিভিশনে বিভিন্ন অ্যাসেটের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, চক্রধরপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, চক্রধরপুর ডিভিশনে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যাসেটের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ এ বিষয়ে ই-অকশনের বিজ্ঞপ্তির খসড়া সংযুক্তকৃত আছে, যা **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইট-তে বিজ্ঞাপিত আছে। ই-অকশনের বিশদ নিম্নোক্তমতো ঃ যথাক্রমে **ক্রঃ নং এবং শ্রেণী; ক্যাটালগ নং; অকশনের তারিখ; অকশন শুরুর সময়; অকশন বন্ধের তারিখ ঃ** (১) ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন; এমএসএস-ডব্লুভিএম-এপিআর-২৫; ০৫.০৫.২০২৫, দুপুর ১২.০০টা; দুপুর ১.১০ মিনিট। (২) বিজ্ঞাপন; এডিভিটি-টিআরএনইএক্সটি-আইএনটি; ০৫.০৫.২০২৫, দুপুর ১.০০টা; দুপুর ১.৫০ মিনিট। (৩) বিজ্ঞাপন; এডিভিটি-ওওএইচ-সিকেপি-২৫; ০৯.০৫.২০২৫, সকাল ১১.৪৫ মিনিট; দুপুর ২.১৫ মিনিট। (৪) ক্যাটারিং; সিএটিজি-এসএমইউএস-সিকেপি; ১৩.০৫.২০২৫, সকাল ১১.৩০ মিনিট; দুপুর ৩.০০টা। আগ্রহী সংস্থারা এ-বিষয়ে অবহিত হোন ও ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য এবং সাইটটির বিশদের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/ জিজ্ঞাসা, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-97) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, চক্রধরপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

সুচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[ডিইএন/৪/হাওড়া]। ই-টেন্ডার নং ঃ ১২_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ রামপুরহাট-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ পাকুড়-এর সেকশনে পাকুড় কোয়ারি লাইন থেকে প্রাপ্ত কোয়ারি সামগ্রী/ডাস্ট পরিষ্করণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৭,৪৩,৯৬৫.৪০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৭৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-53/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

টেন্ডার নং ০২-কেআইআর-ইএনজিজি.-২০ অফ ২০২৫, তারিখ : ০৯-০৪-২০২৫ -এর বাতিলকরণ

টেন্ডার নং. ০২-কেআইআর-ইএনজিজি-২০-২০২৫ -এর জন্য **খোলা টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং** কেআইআর-ইএনজিজি./২০ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ০৯-০৪-২০২৫, কাজের জন্য:- কাটিহার ডিভিশনে পাকুর/বাকুডিহ/তালঝাড়ি/রাজগ্রাম কোয়ারি থেকে ৫০ মিমি আকারের মেশিন চূর্ণ পাকুর জাতের ব্যালাস্ট তৈরি এবং সরবরাহ প্রশাসনিক কারণে এতদ্বারা **বাতিল বলে গণ্য করা হচ্ছে।**

অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad , Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: **(1) 12/NAMGP/25 (2025-26),dt: - 30/04/2025 (Fund- 15 th CFC)** Last Date of Bid Submission: **08/05/2025, 11:00 Hrs**. Date of Opening: **10/05/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/০৩/২০২৫-২৬, তারিখ: ২৯-০৪-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম.নং.:১; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩১/ওটি/১৯/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৫-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ১) ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-৫ ফ্ল্যাট টো সহ ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ডিআরজি. নং. আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুসারে আইআরএস-টি৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, অল্ট নং ২ সহ, অথবা টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধন, যদি থাকে, [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: রাইটস নন-টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৫৫৮ ইলাস্টিক রেল ক্লিপস, আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ) পরিমাণ-২৫৭৩৩৬২টি জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য, পি.এল.নং-৬০১১০০২৮। ২) ৬০ কেজি ইউআইসি/৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, ডিআরজি. নং. আরডিএসও টি-৫৯১৯ অনুসারে আইআরএস-টি-৩১-২০২১ অনুসারে স্পেসিফিকেশন সহ, অল্ট নং ২ সহ, অথবা টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সর্বশেষ সংশোধন, যদি থাকে, [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: রাইটস নন-টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস, আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-২০৭৭৫৪৪ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০৫৫৭।

ক্রম.নং.:২; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫৪৪৯বি/ওটি/২০/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৭-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : টার্ন আউট (১২ ইন ১) স্লিপার ডুয়েল গেজ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই , পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ) পরিমাণ -১৫ সেট সিনিয়র ডিইএন/সি/লামডিং, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬০০৩০১৩৪০০৫০।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৫০৩০বি/ওটি/২১/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পাওয়ার অ্যাসেম্বলি ফর্ক রড বিএলডব্লিউ পিএল নং. ১৬৩৫০০১৭ অনুসারে ডব্লিউডিজি৪/ডব্লিউডিজি৪ লোকোমোটিভের জন্য (ডিএলডব্লিউ ড্রয়িং নং ৪০০২৮০১৪, অল্ট 'বিএ') [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:], আইটেম :২২০০০৯৭, পাওয়ার এএসএম ফর্ক আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১৬ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম), এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটির জন্য । পি. এল. নং-১৬৩৫০০০৮০০২০।

ক্রম.নং.:৪; টেন্ডার নং. : ১০/২৪/৫০৩১বি/ওটি/২২/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৮-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পাওয়ার অ্যাসেম্বলি-ব্লেড এন্ড বিএলডব্লিউ পিএল নং. ১৬৩৫০০২৯ ডব্লিউডিজি৪/ডব্লিউডিজি৪ লোকোমোটিভ (ডিএলডব্লিউ ডিআরজি নং ৪০০২৮০১৫, অল্ট "সিএ") [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম: ২২০০০৯৬, পাওয়ার এএসআরএন ব্লেড আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১৬টি এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-১৬৩৫০০১১০০১১।

ক্রম.নং.:৫; টেন্ডার নং. : ৬০/২৫/৫০০১/ওটি/২৩/২০২৫-২৬;বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ১) স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের সরবরাহ, ভিত্তি নির্মাণ, স্থাপনা, পরীক্ষণ, কমিশনিং এবং কার্যকরকরণ স্পেসিফিকেশন নং সিওএফএমওডব্লিউ/আইআর/এসিডব্লিউপি/ বিজি/২০১৯ অনুসারে, সহগামী আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র সহ মেশিনটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য অন্য যেকোনো আনুষাঙ্গিক সহ এবং ওয়ারেন্টি সময়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় বছরের মধ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং শ্রম খরচ সহ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: হ্যাঁ, পর্যায় সংখ্যা: ৪] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ১ সেট এসএসই/সিএইচজি/শিলচর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬৫৯০২১০৯০০১১। ২) ধারা-V-এর ক্লজ ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টির পরে পাঁচ বছরের জন্য সার্বিক এএমসি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের কয়েক মাস পর, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, রেট ছাড়: ১০% বছর পর থেকে শুরু: ২] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায় সংখ্যা: ০] আইটেম প্রকার: এএমসি। পরিমাণ- ১ সেট এসএসই/সিএইচজি/শিলচর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬৫৯০২১০৯। ৩) সেকশন-৫ এর ধারা ৬ অনুসারে ভোগ্য সামগ্রীসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক আইটেমের বিভাজন সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম প্রকার: পণ্য (ঐচ্ছিক স্পেয়ার)। পরিমাণ- ১ সেট এসএসই/সিএইচজি/শিলচর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং-৬৫৯০২১১০।

ক্রম.নং.:৬; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১১৫/ওটি/২৪/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৮-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : হট ফসফেটিং প্ল্যান্ট সরবরাহ, স্থাপন এবং সম্পাদন এলএইচবি কয়েল স্প্রিং এর জন্য টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুসারে সহগামী আনুষাঙ্গিক সহ, মেশিনটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র এবং ওয়ারেন্টি সময়ের ১ম এবং ২য় বছরের মধ্যে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শক: হ্যাঁ, পর্যায়: ৪] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: ১ সেট এসএসই/বিএসএস/নিউ বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬৫৭৯২৯৮৮০০১৭। ২) ধারা ১৭ অনুসারে ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর পাঁচ বছরের জন্য সার্বিক এএমসি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের কয়েক মাস পর, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ছাড়ের হার: ১০%, বছর পর থেকে শুরু: ২] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইন্সপেক্টর: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] আইটেমের ধরণ: এএমসি। পরিমাণ- ১ সেট এসএসই/বিএসএস/নিউ বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬৫৭৯২৯৯০। ৩) অন্য যে কোনও আনুষাঙ্গিক যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মেশিনের উৎপাদনশীলতা, কর্মক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা, দক্ষতা উন্নত করতে পারে বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে, ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। (বাণিজ্যিক মূল্যায়নের অংশ হবে না) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরণ: পণ্য (ঐচ্ছিক অতিরিক্ত)। পরিমাণ- ১ সেট এসএসই/বিএসএস/নিউ বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৬৫৭৯২৯৮৮।

ক্রম. নং.:৭; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫১৩২/ওটি/২৫/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : জগল ফিশ প্লেট ৬০ কেজি আরডিএসও ডিআরজি. নং টি-৫৮৪৯ (অল্ট-১) অনুযায়ী প্রতি সেটে দুটি ফিশপ্লেট, দুটি ক্ল্যাম্প থাকে ডিআরজি. নং. আরডিএসও টি-৫৮৫৪ অনুযায়ী এবং দুটি ক্ল্যাম্প ডিআরজি. নং. আরডিএসও টি-৫৮৫৪/১ অনুযায়ী এবং দুটি বোল্ট এবং নাট ডিআরজি. নং. টি-১১৫২৫ অনুযায়ী সিঙ্গেল কয়েল স্প্রিং ওয়াশার সহ ডিআরজি. নং. টি-১০৭৭৩ অনুযায়ী, ফিশপ্লেটের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায় :০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং:] আইটেম :৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেট সাব আইটেম: ফিশপ্লেট আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ-১৫০০০ সেট জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং- ৬০০৯০১৩৩।

ক্রম.নং.:৮; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/০০৫৫/ওটি/২৬/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : এক্সেল এন্ড/বিজি-আইসিএফ চাকার জন্য হেক্স হেড স্ক্রু, আকার এম১৬X৫০ মিমি, (মেক- টিভিএস/টিইউএফএফ/ডিএফএল এবং আনব্রাকো)। ড্রয়িং: আইসিএফ ডিআরজি. নং. টি-০-২-৬১৯, আইটেম-১, অল্ট-ওয়াই/১২ স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও এসটিআর সি-৯৩০৭ (রেভ-২) সংশোধনী নং. ১ সহ [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: না, পর্যায়: ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম প্রকার: পণ্য (সরবরাহ)। ১) পরিমাণ- ১৬৭৫ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য, ২) পরিমাণ- ২৪৭২ নিউ বোঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল.নং-৩০০২০৭২৪।

ক্রম.নং.:৯; টেন্ডার নং. : ৬১/২৪/৫৬৭৪/ওটি/২৭/২০২৫-২৬; বন্ধ/খোলার তারিখ: ২১-০৫-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ১) ১০১২৫ মিমি কার্ভড সুইচের উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসওএস ডিআরজি. নং. টি-৬১৫৫ অনুসারে [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] জেডইউ-১-৬০ থিক ওয়েব গ্রেড ৮৮০ ক্লাস-এ টং রেল সহ এবং ইউআইসি ৬০ কেজি প্রতি মি গ্রেড- ৮৮০, ক্লাস এ বা বি ইলাস্টিক ফাস্টেনার সহ স্টক রেল এবং স্প্রিং পরিচালিত সেটিং ডিভাইস [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ আরডিএসও-টি-৬২১৬] ১ ইন ১২ -এর জন্য সমস্ত ফিটিং সহ সম্পূর্ণ, পিএসসি স্লিপারগুলিতে ফ্যান আকৃতির লেআউটের জন্য বিজি ৬০ কেজি টার্ন আউট অর্থাৎ সাব অ্যাসেম্বলি নং টি-৬১৫৫ অনুসারে সুইচ অংশের জন্য সমস্ত ফিটিং [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] আরডিএসও -এর স্ট্যান্ডার্ড অঙ্কন নং টি-৬১৫৪ অনুসারে [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট এবং নাট ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এবং ইনসুলেটিং লাইনার বাদে [অল্ট-৫ অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক তালিকা রেট চুক্তির পরিশিষ্ট-এ -এর পৃষ্ঠা ৪ -এ সংযুক্ত করা হয়েছে। টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী পরিবর্তনগুলিতে আরডিএসও কর্তৃক জারি করা ফিটিং তালিকার যেকোনো সংযোজন/পরিবর্তনও ফার্ম কর্তৃক সরবরাহ করা হবে যার জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হবে না। স্পেসিফিকেশন: টি-১০/২০০০। ডিসেম্বর ২০১৬ এর সংশোধনী নং ১ অথবা সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, যদি থাকে, টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত]। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: হ্যাঁ, পর্যায়:১] [ইউভিএএম লিঙ্কিং]: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস,থিক ওয়েব এসইজে ও এন্ড ফোরজিং সাব আইটেম: থিক ওয়েব সুইচেস] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: ১৭১ সেট জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৬০২৬৮।

২) ১০১২৫ মিমি কার্ভড সুইচ তৈরি এবং সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি নং টি-৬১৫৫ অনুসারে [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] জেডইউ-১-৬০ থিক ওয়েব গ্রেড৮৮০ ক্লাস-এ টং রেল সহ এবং ইউআইসি ৬০ কেজি প্রতি বর্গমিটার গ্রেড -৮৮০, ইলাস্টিক ফাস্টেনার সহ ক্লাস এ বা বি স্টক রেল এবং স্প্রিং চালিত সেটিং ডিভাইস [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ আরডিএসও- টি-৬২১৬] ১ ইন ১২ -এর জন্য সমস্ত ফিটিং সহ সম্পূর্ণ, পিএসসি স্লিপারে ফ্যান আকৃতির লেআউটের জন্য বিজি ৬০ কেজি টার্ন আউট অর্থাৎ সাব অ্যাসেম্বলি নং টি-৬১৫৫ অনুযায়ী সুইচ অংশের জন্য সমস্ত ফিটিং [সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] আরডিএসও -এর স্ট্যান্ডার্ড অঙ্কন নং টি -৬১৫৪ অনুসারে] সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড অঙ্কন নং টি-৬১৫৪ অনুসারে] সর্বশেষ পরিবর্তন সহ] স্ট্যান্ডার্ড ফিশ প্লেট, ফিশ বোল্ট এবং নাট ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এবং ইনসুলেটিং লাইনার বাদে [অল্ট -১২ অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক তালিকা রেট চুক্তির পরিশিষ্ট-এ -এর পৃষ্ঠা ৪ -এ সংযুক্ত করা হয়েছে।] ক্লিপ এবং ইনসুলেটিং লাইনারে আরডিএসও কর্তৃক জারি করা ফিটিংগুলির তালিকায় কোনও সংযোজন/পরিবর্তন [অল্ট-১২ অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক তালিকাটি রেট চুক্তির পরিশিষ্ট-এ -এর পৃষ্ঠা ৪ -এ সংযুক্ত করা হয়েছে।] টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী পরিবর্তনগুলিতে আরডিএসও কর্তৃক জারি করা ফিটিংগুলির তালিকায় কোনও সংযোজন/পরিবর্তনও ফার্ম কর্তৃক সরবরাহ করা হবে যার জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হবে না, স্পেসিফিকেশন টি-১০/২০০০। সংশোধনী নং ১ ডিসেম্বর:২০১৬ বা সর্বশেষ বিকল্প সহ, যদি থাকে, টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত]। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: হ্যাঁ, পর্যায়: ১] [ইউভিএএম লিঙ্কিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচ, আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: ১২২ সেট জিতেন্দ্র কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৬০২৫৬।

৩) ক্লিপ এবং ইনসুলেটিং লাইনার [অল্ট-১২ অনুসারে ফিটিংসের আনুমানিক তালিকাটি রেট চুক্তির পরিশিষ্ট-এ -এর পৃষ্ঠা ৪ -এ সংযুক্ত করা হয়েছে।] টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী পরিবর্তনগুলিতে আরডিএসও কর্তৃক জারি করা ফিটিং তালিকার কোনও সংযোজন/পরিবর্তনও ফার্ম কর্তৃক সরবরাহ করা হবে যার জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হবে না, স্পেসিফিকেশন টি-১০/২০০০। সংশোধনী নং ১ ডিসেম্বর:২০১৬ বা সর্বশেষ বিকল্প সহ, যদি থাকে, টেন্ডার শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত]। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় পরিদর্শন: হ্যাঁ, পর্যায়: ১] [ইউভিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৮২, থিক ওয়েব সুইচেস, থিক ওয়েব এসইজে ও এন্ড ফোরজিং সাব আইটেম: থিক ওয়েব সুইচেস] আইটেমের ধরণ: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ: ১৩১ সেট এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বোঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং -৬০০৬০২৫৬।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস** -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস** -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EEC/VII/57/7/25-26/R** Name of the Work: **Desilting work of pipe sewer at 7, 8, 9 Canal South Road and its surroundings in Ward No.-57.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,89,897.05.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **60 days.**
2. NIT No.: **KMC/EEC/VII/66/6/25-26/R** Name of the Work: **Desilting of C.P. and G.P.S. at Sridhar Roy Road, P.G. Road, G.J. Khan Road, Topsia 2nd Lane and its surroundings in Ward No.-66.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,88,904.00.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **75 days.**
3. NIT No.: **KMC/EEC/VII/67/1/25-26/D** Name of the Work: **Repairing of passage at 75, 78, 92, K.N. Sen Road and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,95,845.65.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
4. NIT No.: **KMC/EEC/VII/67/2/25-26/D** Name of the Work: **Restoration of Road and passage (disturbed by CESC) at 185, 232/2, Picnic Garden Road and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,88,771.91.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **45 days.**
5. NIT No.: **KMC/EEC/VII/56/1/25-26/D** Name of the Work: **Repairing of concrete passages near 13/1C, Pottery Road, B/2/H/1, Motijhil Lane, 5, Bibi Bagan Lane, B/7/H/34, Kamardanga, 6/C, 23/H/10, R.N.C. Road and its surroundings disturbed by CESC in Ward No.-56.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,85,024.82.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **60 days.**
6. NIT No.: **KMC/EEC/VII/56/58/24-25/D** Name of the Work: **Repairing of Bituminous Road by laying Hot Mix at 13/50, 4/2T Convent Lane, 51G, Pottery Road, 7, 14 Bibi Bagan Lane and its surroundings disturbed by CESC in Ward No.-56.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,47,864.48.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
7. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/1/25-26/D** Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road surface with allied civil work at 20, 22, 24 Circus Avenue in Ward No.-64.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,51,447.58.** Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **35 days.**
8. NIT No.: **KMC/EEC/VII/64/3/25-26/D** Name of the Work: **Maintenance of Footpaths and other ancillary civil work at Park Circus Seven Point and surrounding areas in Ward No.-64.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,15,566.42.** Earnest Money: ₹ **4,400.00.** Period of Completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid: **13.05.2025 upto 2.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). Tender will be opened on: **15.05.2025 at 2.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **30.04.2025 at (6.55 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :–

NIT No.: **KMC/EE-III/30/1/25-26/US (1st Call)** Name of the Work: **Supplying fitting and fixing Pit Cover at 8/1, G.V.R. Lane, 61/H/12, 61/H/17 M.B. Lane and different Uttaran Places in Ward No.-30.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,49,817.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **14.05.2025 upto 12.00 noon.** Date and Time of opening of bid: **16.05.2025 after 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.05.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/010/003/2025-2026** Name of the Work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. 10, Borough-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **180 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/015/03/2025-2026** Name of the Work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. 15, Borough-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,90,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion: **180 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/016/03/2025-2026** Name of the Work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. 16, Borough-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **180 days.**
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/017/03/2025-2026** Name of the Work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. 17, Borough-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,60,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion: **180 days.**
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/018/03/2025-2026** Name of the Work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No. 18, Borough-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,80,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of Completion: **180 days.**
6. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/019/03/2025-2026** Name of the Work: **Urgent repairing of potholes /damaged road surface etc. in Ward No. 19, Borough-II.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,90,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **15.05.2025 upto 11.00 a.m.** (For Sl. No. 1 to 6). Bid will be opened on: **17.05.2025 at 11.00 a.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details will be available on and from **02.05.2025 at 5.00 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/IV/038/004/2025-2026/R** Name of the Work: **Repairs to concrete and IPS passages and footpath at 20 Kalidas Singhi Lane, 22, Gopal Bose Lane and other places in Ward No.-38.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,35,092.48.** Earnest Money: ₹ **4,750.00.** Period of Completion: **40 days.** Last date and time of submission of bid: **08.05.2025, 11.00 a.m.** The tender will be opened on: **13.05.2025; 11.00 a.m.**
2. NIT No.: **KMC/BR-IV/026/E131/25-26/BUSTEE** Name of the Work: **Repairing of I.P. concrete passage and footpath at 14 W.C. Banerjee St., Ramesh Dutta St. and other places in Uttaran (Bustee) area in Ward No.-26 under Borough-IV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,91,316.50.** Earnest Money: ₹ **5,827.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **07.05.2025; 11.00 a.m.** The tender will be opened on: **10.05.2025; 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.04.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-VI, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/BR-VI/PUMPS/2025-2026** Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 03 Nos portable pumps of size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets of Ward No.-53, 54, 55, 60, 61 & 62 and also as per necessity under Borough-VI.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,75,000.00.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **153 days.**
2. NIT No.: **KMC/BR-VI/PUMPS1/2025-2026** Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 02 Nos portable pumps of size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets of Ward No.-46, 47, 51 & 52 and also as per necessity under Borough-VI.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **153 days.**
3. NIT No.: **KMC/VI/047/040/2024-2025/D** Name of the Work: **Restoration of footpath & passage (disturbed by CESC Ltd.) near 36, Ganesh Chandra Avenue (Nursing Home Trust), 2, Goomghar Lane etc. and surrounding area in Ward No.-47.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,28,994.00.** Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **13.05.2025 – 3.00p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Tender opened on: **15.05.2025 – 3.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **30.04.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

149/25-26

সুপার কাপে স্বপ্নভঙ্গ

গোয়ার কাছে হেরে বিদায় মোহনবাগানের

ভুবনেশ্বর, ৩০ এপ্রিলঃ লিগ শিল্ড এবং আইএসএল কাপ জয়ের পরে ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। কেরালার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে জিতে আশা জাগিয়েছিলেন সাহাল-সুহেলরা। কিন্তু সেমিতে গোয়ার চ্যালেঞ্জ টপকাতে পারল না মোহনবাগানের তরুণ ব্রিগেড। সুপার কাপের সেমি ফাইনালে ৩-১ গোলে জিতে শেষ হাসি হাসল এফসি গোয়া। কর্নার থেকে বিশ্বমানের গোল করে সবাইকে ম্লান করে দিলেন গোয়ার স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা। গোলকিপার ধীরজ সিংয়ের ভুলের মাশুল গুনতে হলো মোহনবাগানকে। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছন্দে দেখা গিয়েছিল গোয়াকে। ২০ মিনিটে লিড নেয় তারা। সেটপিস থেকে বল পেয়ে ডিফেন্ডারদের জটলার মধ্যে গোল করেন ব্রাইসন ফার্নান্দেজ। তবে সেই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তিন মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরায় মোহনবাগান। লেফট উইং থেকে আক্রমণে ওঠেন আশিক কুরুনিয়েন। তাঁর বক্সে রাখা মাইনাস ধরে ঠাণ্ডা মাথায় ফিনিশ করেন সুহেল ভাট। এর পর প্রথমার্ধে আরও সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেনি কোনও দলই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে একটা ৮ মিনিটের স্পেলে পাল্টে যায় সব হিসেব। ৫০ মিনিটের মাথায় কাউন্টার অ্যাটাকে উঠছিল গোয়া। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের বক্সে গোয়ার দেজান ড্র্যাজিককে ফাউল করে বসেন মোহনবাগানের গোলকিপার ধীরজ সিং। পেনাল্টি দিতে দেরি করেননি রেফারি। গোল করে গোয়াকে লিড এনে দেন ইকের। ৫৭ মিনিটে আসে তৃতীয় গোল। এই গোলটা অবশ্য রেকর্ডের খাতায় লেখা থাকবে। কর্নার থেকে বিশ্বমানের গোল করেন বোরহা হেরেরা। বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে কর্নার থেকে সরাসরি গোল করেন গোয়ার এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। তবে এই গোলের দায় এড়াতে পারেন না গোলকিপার ধীরজ। তাঁর আউটিংয়ে ভুলের জন্য গোল হজম করতে হয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে। এই 'অলিম্পিকো' গোলের পর হতোদ্যম হয়ে পড়েন মোহনবাগানের ফুটবলাররা। এর পর ইনজুরি টাইম মিলিয়ে প্রায় ৩৫ মিনিট খেলা হলেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি মোহনবাগানের তরুণ তুর্কিরা। শনিবার অর্থাৎ ৩ মে, ফাইনাল খেলতে নামবে মানোলো মার্কেসের এফসি গোয়া।

ইংল্যান্ড সিরিজের প্রাথমিক তালিকায় রোহিত

মুম্বই, ৩০ এপ্রিলঃ ইংল্যান্ড সফর শুরু হতে হাতে দু'মাস বাকি। তার আগে ৩৫ জনের প্রাথমিক দল বেছে নিল বিসিসিআই। খেলোয়াড়দের তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত না হলেও, সূত্রের খবর, রোহিত শর্মা সেই লিস্টে জায়গা পেয়েছেন। তাঁকে অধিনায়ক রেখেই ইংল্যান্ড বিজয়ের রাস্তা খুঁজতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সাদা বলের ক্রিকেটে মোটামুটি খেললেও গত বছর থেকেই টেস্টে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়ে এসেছেন রোহিত। যার বে-আব্রু চেহারা ধরা পড়ে অস্ট্রেলিয়ায়।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। প্রথম টেস্টে নামেননি। শেষ টেস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়। মধ্যের তিন ম্যাচে ধরাশায়ী পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন রোহিত। যার বড় মাশুল আগামী দিনে গুনতে হবে কি না, অর্থাৎ অধিনায়কত্বের তকমা কেড়ে নেওয়া হবে কি না, তাই নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়। যদিও যে প্রাথমিক তালিকা তৈরি হয়েছে তাতে বেশ স্বস্তিই পাবেন মুম্বইকর। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ৩৫ জন ক্রিকেটার বাছাইয়ের পর তাঁদের দু'দফায় ভাগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বোর্ড। এক অংশের খেলোয়াড়দের এ-টিম এবং বাকিদের পাঁচ টেস্টের সিরিজের জন্য মনোনীত করা হবে। চূড়ান্ত তালিকায় কারা ঠাঁই পাবেন সেটা ঠিক হবে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এর জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থাপনাও সেরে ফেলেছে বিসিসিআই। প্রশ্ন শুধু রোহিতকে ঘিরে নয়। পাঁচ ও ছয় নম্বরে কারা নামবেন সেটা নিয়েও একই রকম ধোঁয়াশা। অস্ট্রেলিয়া সফরে টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। ঠিক হয়েছে, দুই জায়গায় রজত পাটিদার ও করুণ নায়ারকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে চালানো হবে। দুজনেই ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বলে দীর্ঘদিন ধরে খেলছেন। ফর্মে রয়েছেন। রানও করছেন। তাই এ-টিমের হয়ে প্রথমে মাঠে নামবেন রজত ও করুণ। ভাল খেললে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জায়গা পাকা। এই সূত্রে কপাল পুড়েছে অন্য দুজন শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেলের। ওয়ান ডে-তে দলের স্তম্ভ হয়ে উঠলেও শ্রেয়স টেস্টে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। এরই খেসারত দিয়ে গত বছর টিম থেকে বাদ পড়েন। একই ঘটনা অক্ষরের ক্ষেত্রেও। ৩৫ জনের লিস্টে দুই ক্রিকেটার জায়গা পাননি। চূড়ান্ত তালিকায় তাঁরা স্থান পান কি না, আপাতত নজর সেদিকে।

মেসিকে 'ইতিহাসের সেরা' মেনে তুলনা অপছন্দ ইয়ামালের

বার্সেলোনা, ৩০ এপ্রিলঃ অভিষেকের পর থেকেই দারুণ সময় পার করছেন লামিনে ইয়ামাল। বয়স এখনো মাত্র ১৭ হলেও তিনি শুধু বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ নন, বর্তমানও। পেশাদার ফুটবলে যাত্রা শুরুর পর থেকেই তাঁকে তুলনা করা হচ্ছিল লিওনেল মেসির সঙ্গে। মেসি নিজেও একাধিকবার প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ইয়ামালকে। এবার ইয়ামাল কথা বলেছেন মেসির সঙ্গে তাঁর তুলনা নিয়ে। পাশাপাশি নিজেকে কীভাবে চেনাতে চান, সেটিও উল্লেখ করেছেন বার্সা তারকা। ইয়ামাল খেলেন বার্সার রাইট উইংয়ে। যেখানে একসময় খেলতেন ক্লাবটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি। দুজনের মধ্যে আরও একটি মিল আছে। দুজনই উঠে এসেছেন বার্সার খেলোয়াড় তৈরির আঁতুড় ঘর 'লা মাসিয়া' থেকে। খেলার দিক থেকে নান্দনিক মিল তো আছেই। নিজেদের মধ্যে এই মিল নিয়ে ইয়ামাল

সাংবাদিকদের বলেছেন, ''আমি তার (মেসি) সঙ্গে নিজের তুলনা করি না। কারণ, আমি কারও সঙ্গেই নিজেকে তুলনা করি না। মেসির সঙ্গে তো অনেক দূরের ব্যাপার।'' মেসি বা অন্য কারও সঙ্গে তুলনা না করলেও খেলায় উন্নতির কথা প্রতিনিয়ত ভাবেন ইয়ামাল, ''আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদের উন্নতির কথা ভাবি। পরের দিন আরও ভালো হওয়ার কথা ভাবি। তাই আমার মনে হয় না এই তুলনার কোনো অর্থ আছে। আমি নিজের খেলা উপভোগ করি এবং নিজের মতো থাকি।'' তুলনায় না গেলেও মেসির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন ইয়ামাল, ''আমি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে তাকে পছন্দ করি। কিন্তু তার সঙ্গে নিজের তুলনা করি না।'' বার্সা ও স্পেনের হয়ে এরই মধ্যে একাধিক ট্রফি জিতেছেন ইয়ামাল। এখন প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে খেলার অপেক্ষা। পাশাপাশি ইন্টার মিলানের বিপক্ষে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে মাঠে নামলে নতুন মাইফলকও হবে তাঁর। এই ম্যাচটি হবে বার্সার হয়ে ইয়ামালের শততম ম্যাচ। এমন ম্যাচে নিশ্চয়ই দারুণ কিছু উপহার দিতে চাইবেন এই উইঙ্গার। ইয়ামাল বলেছেন, ''আমি সত্যিই রোমাঞ্চিত। এটা আমার এবং আরও অনেকের জন্য প্রথম (ইউরোপিয়ান) সেমিফাইনাল। আমার মধ্যে কোনো ভয় নেই, তবে প্রেরণা আছে। আমার মনে হয় কিছুটা উদ্বেগ থাকে, যেটা সব খেলোয়াড়ের মধ্যেই থাকে। কিন্তু ভয়...আমি অনেক আগে মাতারোর (ইয়ামালের বাড়ি) পার্কে তা ফেলে এসেছি।''

ম্যাচ শেষে রিঙ্কু সিংকে সপাটে দু'বার চড় কুলদীপের!

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিলঃ আইপিএলে ফিরল 'স্ল্যাপগেট' কাণ্ড! প্রথম মরশুমে শ্রীসন্থকে চড় মেরে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন হরভজন সিং। আঠারো বছর পর যেন ফের সেই ঘটনাই ফিরে এল। দিল্লিকে তাদের ঘরের মাঠে ১৪ রানে হারিয়ে প্লে অফের দৌড়ে টিকে রইল কেকেআর। ম্যাচের শেষে দুই দলের ক্রিকেটাররা মাঠের ধারে হাসিমুখে গল্প করছিলেন। সেখানে হঠাৎ ম্যাচের পর কেকেআরের রিঙ্কু সিংকে ঠাসিয়ে চড় মারলেন দিল্লির কুলদীপ যাদব। আচমকা চড় খেয়ে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান রিঙ্কু। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফের কুলদীপ আরও একটি চড় মারেন রিঙ্কুকে। আচমকা পরপর ২ বার থাপ্পড় খেয়ে রীতিমতো চমকে যান কেকেআর তারকা। কুলদীপের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতেই পারছিলেন না কুলদীপকে কী বলবেন। অবাক দৃষ্টিতে রিঙ্কু তাকিয়ে থাকেন কুলদীপের দিকে। তবে রিঙ্কুর চোখমুখ বলে দিচ্ছিল, তিনি কুলদীপের উপর রীতিমতো রেগে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, কুলদীপ কেন রিঙ্কুকে ২ বার চড় মেরেছেন, তার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

জাপান এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট ও মার্শাল আর্ট নিশ্চিত

নাগোয়া (জাপান), ৩০ এপ্রিলঃ জাপানের আইচি প্রিফেকচার এবং রাজধানী নাগোয়ায় ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমসের ২০তম আসরে ক্রিকেট এবং মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেছে অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া (ওসিএ)। মঙ্গলবার ওসিএ-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৮ এপ্রিল, সোমবার নাগোয়া সিটি হলে আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমস অর্গানাইজিং কমিটির ৪১তম বোর্ড সভায় ক্রিকেট এবং মিক্সড মার্শাল আর্টস উভয়ই আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, বিশেষ করে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এর প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে। ওসিএ-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ক্রিকেটের ইভেন্ট আইচি প্রিফেকচারে অনুষ্ঠিত হবে, যদিও নির্দিষ্ট ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রিকেটের অগাধ জনপ্রিয়তার পাশাপাশি, ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি এই ইভেন্টের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে। ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে

ক্রিকেট শেষবার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্সকে ১৫৮ রানে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতেছিল। ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন এবং এশিয়ান গেমসে এর উপস্থিতি খেলাটির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ক্রিকেট এশিয়ান গেমসে পূর্বে ২০১০, ২০১৪ এবং ২০২২ সালের আসরে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০১০ সালে গুয়াংজুতে প্রথমবার এটি মেডেল ইভেন্ট হিসেবে যুক্ত হয, যেখানে পুরুষদের বিভাগে বাংলাদেশ স্বর্ণ, আফগানিস্তান রৌপ্য এবং পাকিস্তান ব্রোঞ্জ জিতেছিল। ২০১৪ সালের ইনচিয়ন গেমসে শ্রীলঙ্কা পুরুষদের স্বর্ণ, আফগানিস্তান রৌপ্য এবং বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ জিতে, আর মহিলাদের ক্রিকেটে পাকিস্তান দুইবারই স্বর্ণ জিতেছিল। ২০২২ সালের হ্যাংজু গেমসে ভারত প্রথমবার অংশ নিয়ে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে স্বর্ণ জিতে নেয়। পুরুষদের দলে ছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মা এবং যশস্বী জয়সওয়ালের মতো টি-টোয়েন্টি তারকারা। আফগানিস্তান রৌপ্য এবং বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ জিতেছিল, আর মহিলাদের বিভাগে শ্রীলঙ্কা রৌপ্য এবং বাংলাদেশ ব্রোঞ্জ পায়। এশিয়ান গেমসে প্রথমবার মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) একটি মেডেল ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এমএমএ ছয়টি ইভেন্ট নিয়ে কমব্যাট স্পোর্টস ক্যাটাগরির অধীনে প্রতিযোগিতা করবে, যেখানে কুরাশ এবং জুজুসুর মতো খেলাও থাকবে। এই সিদ্ধান্ত এশিয়ান গেমসে নতুন এবং উদীয়মান খেলার প্রতি ওসিএ-এর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। এমএমএ-এর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা এবং এশিয়ার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এই খেলাটিকে এশিয়ান গেমসের জন্য একটি আকর্ষণীয় সংযোজন করে তুলেছে। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আইচি প্রিফেকচার এবং নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এটি জাপানের তৃতীয় এশিয়ান গেমস আয়োজন, এর আগে ১৯৫৮ সালে টোকিও এবং ১৯৯৪ সালে হিরোশিমায় এই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাগোয়া এই গেমসের কেন্দ্রবিন্দু হবে, এবং ইভেন্টগুলো আইচির ১৬টি শহর এবং গ্রেটার টোকিও এরিয়ার কিছু ভেন্যুতে ছড়িয়ে থাকবে। মিজুহো অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, যা ৩৫,০০০ দর্শক ধারণক্ষমতার জন্য সংস্কার করা হবে, অ্যাথলেটিক্স এবং উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। গেমসের স্লোগান ইমাজিন ওয়ান এশিয়া এশিয়ার ঐক্য এবং বৈচিত্র্যকে উদযাপন করে। ক্রিকেটের জন্য উপযুক্ত ভেন্যু না থাকায় নাগোয়ার একটি বেসবল স্টেডিয়ামকে ক্রিকেট মাঠে রূপান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে। ওসিএ টোচিগি প্রিফেকচারের সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডকে বাদ দিয়েছে, কারণ এটি নাগোয়া থেকে তিন ঘণ্টারও বেশি দূরে। জাপান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (জেসিএ) ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তির জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কারণ এটি গেমসের স্পনসরশিপ সুযোগ বাড়াবে বলে তারা মনে করে। এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট ২০১০ সালে প্রথম মেডেল ইভেন্ট হিসেবে যুক্ত হয়। ২০১৮ সালের জাকার্তা-পালেমবাং গেমসে এটি অনুপস্থিত থাকলেও, ২০২২ সালের হ্যাংজু গেমসে এটি পুনরায় ফিরে আসে। ভারতের পুরুষ ও মহিলা দল হ্যাংজুতে স্বর্ণ জিতে এশিয়ান গেমসে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পুরুষদের ফাইনাল বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়, এবং ভারত উচ্চতর র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে স্বর্ণ জিতে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং ওসিএ প্রেসিডেন্ট রণধীর সিং ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছেন, এটিকে ২০২৮ অলিম্পিকের এশিয়ান কোয়ালিফায়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০২৬ এশিয়ান গেমসে প্রায় ১৫,০০০ ক্রীড়াবিদ অংশ নেবেন, যা অলিম্পিকের তুলনায় বেশি। ৪১টি খেলার মধ্যে ৩২টি প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিকের খেলা, এবং বাকি ১০টির মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট, এমএমএ, উশু, সেপাক তাকরো, কাবাডি, কুরাশ, জুজুসু, কারাতে, স্কোয়াশ এবং বেসবলসফটবল। এই গেমস টোকিও ২০২০ অলিম্পিকের উত্তরাধিকার বহন করবে বলে জাপান অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট ইয়াসুহিরো ইয়ামাশিতা মন্তব্য করেছেন। এক্স প্ল্যাটফর্মে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে। একটি পোস্টে বলা হয়, জাপানে ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন এবং এমএমএ-এর অভিষেক একটি নতুন যুগের সূচনা। আরেকটি পোস্টে জাপানের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন এবং ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তিকে নিখুঁত উপহার হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট এবং এমএমএ-এর অন্তর্ভুক্তি এশিয়ার ক্রীড়া জগতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট এবং ২০২৮ অলিম্পিকের সঙ্গে এর সংযোগ দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। একইভাবে, এমএমএ-এর অভিষেক এশিয়ার ক্রীড়া বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আইচি-নাগোয়ার এই গেমস এশিয়ার ঐক্য এবং ক্রীড়া উৎকর্ষের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠবে।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

দেম্বেলের গোলের পর দোন্নারুম্মার বীরত্ব, আর্সেনালকে হারিয়ে এগিয়ে গেল পিএসজি

আর্সেনাল ০-১ পিএসজি

লন্ডন, ৩০ এপ্রিলঃ লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামের ৬০ হাজার দর্শকের আসন হয়তো তখনো সেভাবে গরম হয়নি। হয়তো তাঁরা কোনো কিছু বুঝেও উঠতে পারেননি। এর মধ্যেই আচমকা এক আক্রমণ থেকে গোল! এই গোল দেখতে নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না আর্সেনাল সমর্থকেরা। কারণ, জালটা যে কেঁপেছে আর্সেনালেরই। কাঁপিয়েছেন উসমান দেম্বেলে। সেমিফাইনালের প্রথম লেগের চতুর্থ মিনিটে দেম্বেলের গোলের পর গোলপোস্টের নিচে বীরত্ব দেখিয়েছেন জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা। আর্সেনালের পাঁচ-পাঁচটি গোলের সুযোগ নস্যা করে দিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপজয়ী দেম্বেলের গোল আর ইউরোজয়ী দোন্নারুম্মার অসাধারণ সেভগুলোই ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। তাতে আর্সেনালকে তাদেরই মাঠে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের পথে এগিয়ে গেছে পিএসজি। আগামী বুধবার নিজেদের মাঠ প্যারিসের পার্ক দে প্রিন্সেসে ফিরতি লেগে হার এড়ালেই পাঁচ বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে উঠে যাবে পিএসজি। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনাল যে দাপট দেখিয়েছিল, এর ছিটেফোঁটাও আজ দেখা যায়নি। বলের দখল,

শট নেওয়া, পাস বাড়ানোর সংখ্যা, নিখুঁতভাবে বল বাড়ানো-সবকিছুতেই গানারদের চেয়ে এগিয়ে ছিল প্যারিসিয়ানরা। জমাট রক্ষণভাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, মিকেল আরতেতার দলকে রুখতে সব রকম 'হোম ওয়ার্ক' করে এসেছে লুইস এনরিকের দল। রিয়ালের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে লক্ষ্যে ১১টি শট নিয়েছিল আর্সেনাল, আজ নিতে পেরেছে অর্ধেকেরও কম ৫টি। সবই বৃথা গেছে দোন্নারুম্মা দেয়াল তুলে দাঁড়ানোয়। দেম্বেলের জয়সূচক গোলের কৃতিত্বটা 'জর্জিয়ান মারাদোনা' খিচা কাভারাস্কেইয়ার। বাঁ দিক থেকে আক্রমণে উঠে বক্সে ঢুকে পড়েন কাভারাস্কেইয়া। এরপর আর্সেনালের দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে খুঁজে নেন দেম্বেলেকে। ফরাসি এই ফরোয়ার্ড বল রিসিভ না করেই বাঁ পায়ে শট নেন। সেটাই আর্সেনাল গোলকিপার দাভিদ রায়াকে ফাঁকি দিয়ে আশ্রয় নেয় জালে। ১-০ স্কোরলাইন নিয়েই বিরতিতে যায় দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লাইমলাইটে ডেকলান রাইস। এবার অবশ্য ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল করে নয় গোল করিয়ে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাইসের সেট পিস থেকে হেডে পিএসজির জালে বল পাঠিয়েছিলেন মিকেল মেরিনো। দল সমতা ফিরিয়েছে ভেবে এমিরেটস স্টেডিয়ামে তখন আনন্দের জোয়াড়। কিন্তু সেমি-অটোমেটেড প্রযুক্তি যাচাই করে জানিয়ে দেয়, বলে হেড করার আগে মেরিনো অফসাইডে ছিলেন। ব্যস, গোল বাতিল। সমতায় ফিরতে এরপরও কয়েকটি জোরালো আক্রমণ শানিয়েছেন লিয়ান্দ্রো ত্রোসার, বুকায়ো সাকা, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিরা। কিন্তু দোন্নারুম্মা একাই একশ হয়ে গেলে কিছুই করা থাকে না। আর্সেনালের বরং কপাল ভালো যে আরও গোল খায়নি। দেম্বেলের বদলি নামা ব্রাডলি বারকোলা ৮৩ মিনিটে রায়াকে একা পেয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন। মিনিট দুয়েক বাদে আরেক বদলি গনসালো রামোস শট নেন বার বরাবর। এই সুযোগ দুটির অন্তত একটি কাজে লাগাতে পারলে ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে যেত পিএসজি। তবে লন্ডনে পাওয়া জয়ের স্বাদ নিয়ে প্যারিসে ফিরতে পারাই বা কম কী!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com